

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা পরিষদঃ

জনাব এস এম গোলাম ফারুক
সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব আবুল হাসনাত মোঃ জিয়াউল হক
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

নাসরীন আক্তার চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জনাব মোঃ আফজাল হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পর্ষদঃ

জনাব খালিদ পারভেজ খান যুগ্ম সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সভাপতি
জনাব মোঃ আজম-ই-সাদত উপ-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব নূরুন নাহার উপ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব জোবায়দা বেগম উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮

প্রকাশনায় ও মুদ্রণ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। দেশের সমগ্র পল্লী এলাকার, বিশেষ করে পশ্চাদপদ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ বিভাগের কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকারের নীতিমালা, অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন ‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’ এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) এর অবদান প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বার্ড, বাপার্ড এবং আরডিএ একদিকে যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ড তুলে ধরে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিভাগের কর্মকান্ড ও হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়তা করবে এবং আমাদের কর্মকান্ড মূল্যায়নে সহায়ক হবে। ২০১৭-২০১৮ সালের প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)



মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ অনেক চড়াই-উতরাই তথা অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং বেশ কয়েকবৎসর যাবৎ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

বর্তমান সরকার- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দূর্নীতিমুক্ত সুখীসমৃদ্ধ ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার** নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম বৃহৎ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত ''একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যম্যে কর্মসংস্থান, খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিআরডিবি এবং সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে- যা দেশের উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক বিষয় অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি)



এস. এম. গোলাম ফারুক
সিনিয়র সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন বছর ভিত্তিক সম্পাদিত সামগ্রিক কর্মসম্পাদনের একটি দালিলিক তথ্য চিত্র। এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বছরওয়ারী সামগ্রিক কর্মকান্ডের বাস্তব চিত্র/বিবরণ তুলে ধরে জনসাধারণের নিকট সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও উন্নয়নের গতিশীলতা প্রকাশ করে। সরকারের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তাসহ নীতি নির্ধারক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, গবেষক ও সুশীল সমাজের আস্থাশীল রেফারেন্স হিসেবে এই প্রকাশনা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' এর লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে একটি প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞান মনস্ক ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় বিভাগের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে বিভাগাধীন সকল প্রতিষ্ঠান আজ দারিদ্র বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-১ "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিভাগ ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ধারনাকে বাংলাদেশের সবর্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অঙ্গীকার পূরণে দেশকে দারিদ্রমুক্ত এবং স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ তথ্য চিত্রের প্রকাশ এই বিভাগ সম্পর্কে জনমানসে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করবে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনগণের সহায়তা ও অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে, এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

(এস. এম. গোলাম ফারুক)
সিনিয়র সচিব

সভাপতির দু'টি কথা

সকলের সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননের ফসল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদন। এ বিষয়ে যাঁরা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সন্মানিত সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এ প্রতিবেদনে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনসহ পল্লী উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্র যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড),গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. (মিল্কভিটা), বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি., পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এবং ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সুধীজনের নিকট এ বার্ষিক প্রতিবেদন সমাদৃত হবে বলে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।



(খালিদ পারভেজ খান)

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন**	১
১.১	পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন	২
১.২	বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন	২
২.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ**	৩
২.১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট	৪
২.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী	৪
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	৪
২.৪	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট	৫
২.৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	৭
৩.	**২০১৭-২০১৮ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	৮
৩.১	প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৯
৩.২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমুহ	১৬
	৩.২.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১৬
৩.৩	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২০
৪.	**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা**	২৪
৪.১	সমবায় অধিদপ্তর	২৫
	৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেড (মিল্কভিটা)	৩২
	৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৩৫
৪.২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	৩৮
৪.৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৫৮
৪.৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৭৩
৪.৫	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)	৯৩
৪.৬	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	৯৭
৪.৭	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১০৭

১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলন

১.১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থানও পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমী পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এ সকল উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। সম্প্রতি বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে বিধ্বস্থ কৃষি ও ব্যাপক কৃষক অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কৃষকরা মহাজনী শোষণমূলক ঋণের ভারে জর্জরিত এবং সহজ শর্তে ঋণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিবেদনে ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে প্রায় ৩২,০০০ প্রাথমিক সমিতি ছিল যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকের কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং আশির দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অপরটি স্থানীয় সরকার বিভাগ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচলনা, সমবায় বিপণন, বীমা ও ব্যাংকিং-কে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন স্টেটমেন্ট

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা।

২.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কার্যাবলী

১. পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন;
২. পল্লী এলাকার দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বীমা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণন, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ-এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
৪. সমবায়ীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা;
৫. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নিত্য-নতুন মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;
৬. সমবায়ের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান।

২.৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,
২. পশ্চাৎপদ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন,
৩. পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি,
৫. গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান এবং ফলাফল সম্প্রসারণ।এ ছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অর্জনে অবদান রাখার জন্য এ

বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় নিম্নরূপ আরও পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্য যোগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে-

৬. জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন,
৭. অফিসের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ,
৮. ক্ষুদ্র ঋণ ও উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার-সংযোগ (Marketing Linkage) সৃষ্টি,
৯. খাদ্য পুষ্টির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদন,
১০. সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরেরমূল বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ১৮৮৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ২১৯৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ বিভাগের আয়ের লক্ষমাত্রা ছিল ২০ কোটি ৪০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৪৮১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৭১৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৭-২০১৮
০১.	সচিবালয়	১৫৫৮.৬২
০২.	সমবায় অধিদপ্তর	৪৮২.০০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		২০৪০.৬২

(খ) বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মূল বাজেট ২০১৭-১৮	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮
অনুন্নয়ন	৪৭০৫৩.০০	৪৮১১৩.৪৯
উন্নয়ন (প্রকল্প সাহায্য)	১৪১৪৩৭.০০ (৫০০.০০)	১৭১৫২৮.০০ (১১৮৬.০০)
সর্বমোট (প্রকল্প সাহায্য)	১৮৮৪৯০.০০ (৫০০.০০)	২১৯৬৪১.৪৯ (১১৮৬.০০)

এক নজরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বাজেট বিবরণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
০১.	সচিবালয়	১১২২.২৩	১১৮৪০২.০০	১১৯৫২৪.২৩
০২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা	৬১.২২	-	৬১.২২

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন (প্রকল্প সাহায্য)	মোট (প্রকল্প সাহায্য)
০৩.	সমবায় অধিদপ্তর	২১৩০০.০৪	৪১৪৮.০০	২৫৪৪৮.০৪
০৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	২০৭২৫.০০	১৯৯৫৮.০০	৪০৬৮৩.০০
০৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ),বগুড়া	২৩৬১.৫০	১০২৪৭.০০ (১১৮৬.০০)	১২৬০৮.৫০ (১১৮৬.০০)
০৬.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড),কুমিল্লা	২১৯৪.০০	৫০০.০০	২৬৯৪.০০
০৭.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	২৫৮.০০	৬০০০.০০	৬২৫৮.০০
০৮.	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা)	-	১৩৩৫.০০	১৩৩৫.০০
০৯.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	-	৭৭০৯.০০	৭৭০৯.০০
১০.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	-	৩২২৯.০০	৩২২৯.০০
১১.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	৯১.৫০	-	৯১.৫০
সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		৪৮১১৩.৪৯	১৭১৫২৮.০০ (১১৮৬.০০)	২১৯৬৪১.৪৯ (১১৮৬.০০)

২.৫ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

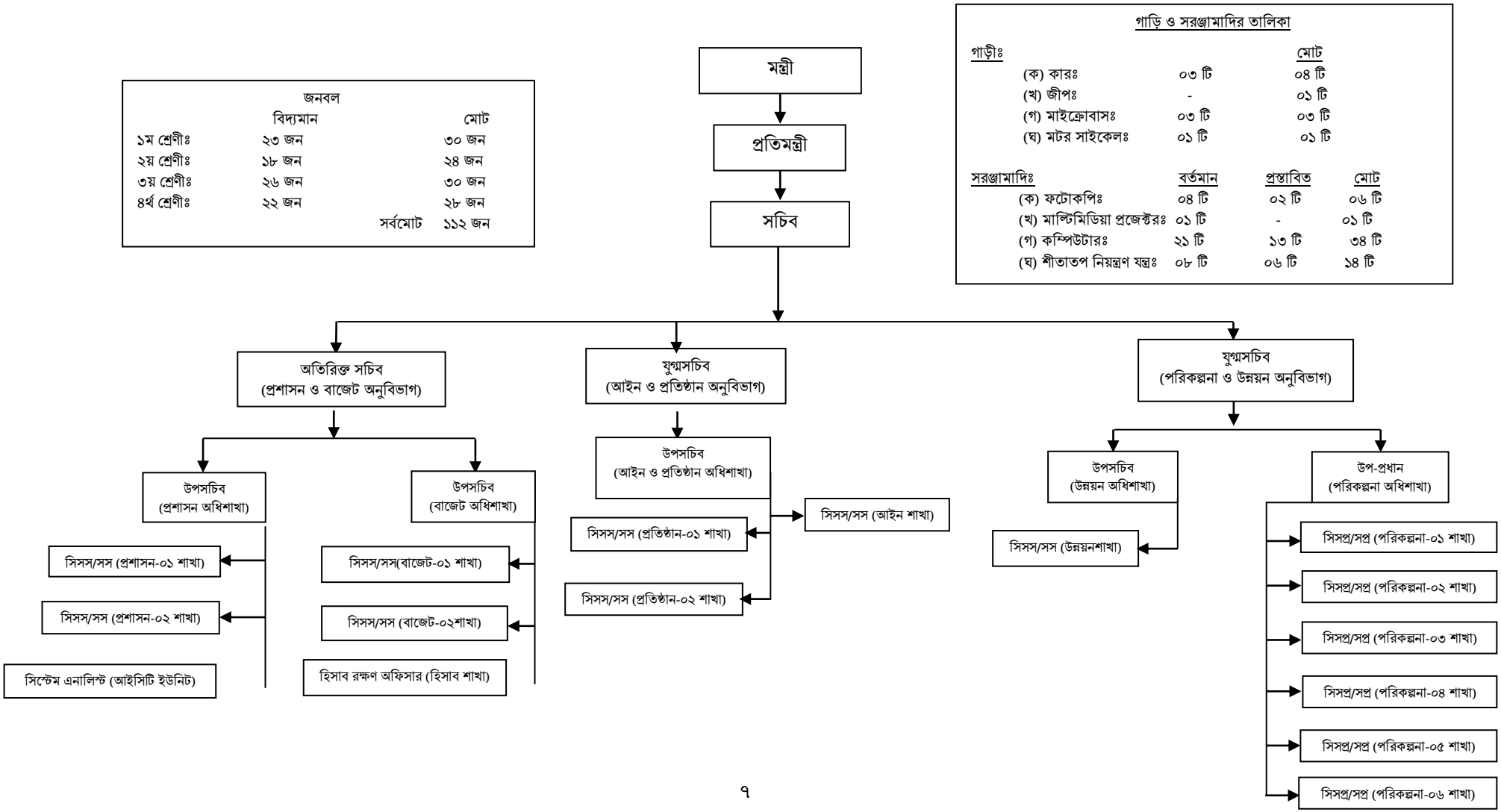

৩

২০১৭-২০১৮ সালে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার ও অঙ্গিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্য বিমোচনকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এর প্রধান কৌশল হিসেবে কৃষি ও পল্লী জীবনের গতিশীলতা আনয়নের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃতির লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে সরকারের গৃহীত "একটি বাড়ি একটি খামার'' প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩.১ প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা আনয়ন

প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরের ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ০৮টি দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমুহ ই-সার্ভিসে রুপান্তরের লক্ষ্যে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রণয়ন কর্মশালা গত ১৮-২০ জুন ২০১৭ তারিখে করবী হল (৩য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালাতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ০৮টি দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা হতে তিন জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার জন্য ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রণয়ন করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে ০৮টি দপ্তর/সংস্থার প্রধান স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নে অঙ্গিকার করেন।





২৮ অক্টোবর, ২০১৭ ই-সার্ভিস দ্রুতবাস্তবায়নের পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সার্বিক বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই – এর যৌথ উদ্যোগে 'দপ্তর প্রধান গণের ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যালোচনা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধান উপস্থিত ছিলেন।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি ২০১৮-১৯ গ্রহণ করছেন এবং মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ বিভাগের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ সম্পন্ন করেন।







পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লাএর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদরকারী সমবায় সমিতি লিঃ (মিল্কভিটা) এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএ) এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মাফরূহা সুলতানা গত ০১ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখ সরকারী সফরে সিলেট সার্কিট হাউজে পৌঁছলে সচিব মহোদয়কে স্বাগত জানান সিলেট বিভাগের কমিশনার ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সিলেট জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব প্রণব কুমার ঘোষ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প এবংএকটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ।





‘একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প’- এর কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে ফরিদপুর জেলার ৭টি উপজেলার (ফরিদপুরসদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, নগরকান্দা, চরভদ্রাসন, ভাংগা, সালথা) সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়।





পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।




বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়।




স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সকল দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তার অংশগ্রহনেআয়োজিত দোয়া ও ইফতার মাহফিল।





স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সকল দপ্তর/ সংস্থা কর্মকর্তার অংশগ্রহণেআয়োজিতঈদ-উল-ফিতর পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় সভা





স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সকল দপ্তর/ সংস্থা কর্মকর্তার অংশগ্রহণেআয়োজিতঈদ-উল-আজহা পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় সভা





এ বিভাগের সচিব জনাব এস এম গোলাম ফারুক ১৫ জুন ২০১৮ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতপল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তার অংশগ্রহনে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপীপ্রশিক্ষণেরউদ্বোধন করেন।





‘স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক র‍্যালিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণ।



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভা।





খ. বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির প্রসার

অবাধ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষে বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগসহ অধীন দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটন্যাশনাল পোর্টালের আদলে প্রস্তুতসহ উম্মুক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটসমূহ নিয়মিত আপডেট এর মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ. শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৭-২০১৮ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ১ম শ্রেণীর ১ জন এবং ২য় শ্রেণীর ৫ জন সহ মোট ৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের শূন্যপদ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩.২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রকল্পসমূহ

৩.২.১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রকল্পের ভিশনঃ

সরকারী অনুদান সহায়তায় দরিদ্র মানুষদের পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মিশনঃ

- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র পরিবারকে পুঁজিগঠনে সহায়তা করা;
- প্রয়োজনের নিরিখে জীবিকায়ন নিশ্চিত করা;
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- সকল বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন করে দিয়ে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণের ফাঁদ থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে গৃহীত ১০টি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম একটি। এটি দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত একান্ত মানবিক ও অনন্য উদ্যোগ। পৃথিবীর কোন সরকার অদ্যাবধি দরিদ্র মানুষের কল্যাণে তাঁদের জন্য নিজস্ব স্থায়ী তহবিলের মালিকানা দিয়ে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে এ রকম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম চিন্তা করলেন যে দরিদ্র মানুষকে কিভাবে উচ্চ সুদের তথাকথিত ক্ষুদ্র ঋণের জ্বালা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। সেজন্য তিনি যে মডেল দিলেন সেটি হলো ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল। এ মডেলের বিশেষত্ব হলো দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাথে সরকারী অনুদান প্রদান করে তাঁদের জন্য স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা করা সহ তাদেরকে স্থায়ীভাবে ঐ তহবিলের মালিকানা দেয়া। যাতে তাঁরা ঐ তহবিল স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং তাদের দারিদ্র্য স্থায়ীভাবে দূর করতে পারেন।

প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল অনুসরণে দেশের দরিদ্র মানুষকে গ্রাম সমিতির (সমিতি প্রতি ৬০ জন, ৪০ জন মহিলা ২০ জন পুরুষ) আওতায় এনে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, তাঁদের সঞ্চয়ের (মাসে ২০০ টাকা) বিপরীতে সমপরিমান কল্যাণ অনুদান ২৪ মাস পর্যন্ত দেয়া এবং প্রতি সমিতিকে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা

ঘুর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান করে প্রতি গ্রামে ৬০ জন দরিদ্র মানুষের জন্য প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল তৈরী করা;

২. প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে (কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, নার্সারী/হর্টিকালচার ইত্যাদি) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বেচ্ছাকর্মী সৃজন করা;

৩. গ্রাম সমিতির তহবিল ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে রক্ষণাবেক্ষনে সহায়তা প্রদান করা অর্থাৎ সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা;

৪. গ্রাম সমিতির তহবিল সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষি খামারে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধিপূর্বক দারিদ্য বিমোচনে সহায়তা করা।

এ পর্যন্ত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অর্জিত সফলতার আলোকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের ৮৭ হাজার গ্রামকে এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন-প্রসূত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বির্নিমাণের মাধ্যমে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। এ প্রেক্ষিতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের পরিধি বাড়িয়ে ২৫, অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৮০১০২৭.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বাড়ি একটি খামার (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র সঞ্চয় উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব পুজি গঠনের লক্ষ্যে আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সারা দেশে এক লক্ষ ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ মোট ৫৪.৫৯ লক্ষাধিক দরিদ্র পরিবার তথা দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষের স্থায়ী দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে সারা দেশে ৪৯০ উপজেলার ৪৫৫০ টি ইউনিয়নের ৪০৯৫০ টি ওয়ার্ডের সকল গ্রামে ৯১০৯২ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতিরবিবরণ নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	কার্যাবলীর বিবরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের		
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির % হার
১	উপকারভোগী পরিবার বাছাই (লক্ষ)	৯.০০	৭.০২	৭৮
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৬০০০	২০০০৭	১২৫
৩	সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা (কোটি টাকা)	২০০.০০	২০৪.৫৪	১০২
৪	কল্যাণ অনুদান প্রদান (কোটি টাকা)	২০০.০০	১৭৭.০০	৮৮.৫
৫	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান (কোটি টাকা)	৫৬৫.০০	৫৬৫.০০	১০০
৬	সমিতির মোট তহবিল: কোটি টাকা	৯৬৫.০০	৯২১.৬৬	৯৫.৫০
৭	ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	৫০০.০০	৫৪৭.২০	১০৯
৮	কিস্তি আদায় (কোটি টাকা)		৬৯.২৯	
৯	কিস্তি সুবিধা ফি আদায় (কোটি টাকা)		৪.৮৩	
১০	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৫০,০০০ জন	৩০০৮৬ জন	৬০
১১	পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা খামারের সংখ্যা		৬.০৬ লক্ষাধিক	

জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ :

ক্রমিক নং	কার্যাবলীর বিবরণ	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির % হার
১	উপকারভোগী পরিবার বাছাই	৫৪.৫৯ লক্ষ	৩৬.৩৯	৬৬.৬৬
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৯১০৯২ টি	৭৫৭৯৩টি	৮৩.২০
৩	সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা (কোটি টাকা)	২৪৩৩.৯১	১৩৬৭.২৬	৫৬.১৮
৪	কল্যাণ অনুদান প্রদান (কোটি টাকা)	২৪৩৩.৯১	১১৫৫.২১	৪৭.৪৬
৫	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান (কোটি টাকা)	২৯৯৯.২১	২০২৮.৯৮	৬৭.৬৫

৬	সমিতির মোট তহবিল: কোটি টাকা	৭৮৬৭.০৩	৪৭১৭.৪৫	৬০.০০
৭	ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ- (কোটি টাকা)		৪৯৯৫.০২	
৮	কিস্তি আদায়(কোটি টাকা)		২৪২৯.৪৬	৪৮.৬৩
৯	কিস্তি সুবিধা ফি আদায় (কোটি টাকা)		২১৯.৭৮	
১০	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)		৫৩০৭৭৭ জন	
১১	পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা খামারের সংখ্যা		২৩.১৮ লক্ষাধিক	

(ক) প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে হতে ২৪,৫০০ জনকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। ৩৬টি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৪৯টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের লক্ষ্যে কৃষিজ বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৩,০০,০৮৬ জনের ৫ দিন মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাঝে বার্ষিক ৫% কিস্তি সুবিধা ফিতে ২১০.৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) অনুমোদিত আরডিপিপি'র বিধান মোতাবেক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত গঠিত ৪০,২১৬ টি সমিতির ২২ লক্ষ সদস্য'র দায়-দেনাসহ সমুদয় তহবিল পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ২৪৭০ জন জনবল পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থনান্তর করা হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপনঃ

প্রকল্পটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (জুন ২০২০ পর্যন্ত)। দরিদ্র মানুষের জন্য গড়ে ওঠা বিপুল পরিমান তহবিলের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সদস্যদের মধ্যে স্থায়ীভাবে উক্ত তহবিল বিনিয়োগ তথা প্রকল্পের কাজকে প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্থাপিত হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ইতোমধ্যে ৪৮৫টি শাখা খোলার লাইসেন্স পেয়েছে। ব্যাংকের নিজস্ব কোর-অনলাইন রিয়েল টাইম ব্যাংকিং সফটওয়ার ৪৮৪টি শাখায় পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ এর বিধানমতে প্রকল্প ও ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ২০১৬ সালের ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত গঠিত (২য় সংশোধিত মেয়াদকালীন) ৪০,২১৬টি গ্রাম সমিতির সকল সম্পদ, দায় দেনা প্রকল্প হতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানান্তরিত সম্পদের পরিমাণ ৩৫০৩ কোটি টাকা। যার মধ্যে নগদ ১৪৮৫.৩৭ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২০১৮.১৩ কোটি টাকা সদস্যদের কাছে ঋণ হিসেবে গচ্ছিত। ব্যাংক ইতোমধ্যে ২,৮৬,৩১৫ জন উপকারভোগীকে ৬৪৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের সকল উপকারভোগীকে সেবা প্রদান করবে। অনলাইন ব্যাংকিং সদস্যদের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে নিজস্ব মোবাইল/এজেন্ট ব্যাংকিং সফট্ওয়ার 'পল্লীলেনদেন' প্রস্তুত করছে। এ সেবাটি চালু হলে সদস্যরা বাড়িতে বসে আর্থিক লেনদেন সেবা পাবেন।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী সম্মেলন- ২০১৮ অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীর, প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব বক্তব্য রাখছেন।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুফলভোগীর গরুর খামার পরিদর্শনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব বক্তব্য রাখছেন।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আদমদীঘির সদস্যদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া কতৃক ছাগল ও ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সদস্য সমিতি হতে ঋণ নিয়ে টারকী মুরগী পালনে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।



একটি বাগি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় নিজের ক্ষেতে টমেটো সহ অন্যান্য সবজি চাষ করে সফল হয়েছেন চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার ২ নং তরপুরচন্ডী গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব মোঃ রফিক মৃধা



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় শীতলপাটি সহ অন্যান্য হস্ত শিল্পের কাজ করে দারিদ্র্য ঘুচিয়েছেন ফেনী জেলার সদর উপজেলার ছলয়া ইউনিয়ানের দমদমা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য মোসাম্মৎ বিবি ফাতেমা



একটি বাড়ি একটি কামার প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার নলদাড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব মোঃ আগাদুর রহমান (মাছ হাতে নিজের সঃস্য খামারে)



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় কাঁকড়া চাষ করে তা বিক্রির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচন উপজেলার চর আমানউল্যা ৭নং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য আলো রাণী দাশ



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় গাভী পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার শুভকরদি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য সালমা বেগম।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সদস্য সমিতি হতে ঋণ নিয়ে আখ চাষ করে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় কবুতর, গবাদিপশু ও ছাগল পালনে স্বাবলম্বী হয়েছেন লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলার বিজয়নগর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব নিমাই মজুমদার

৩.৩ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ			২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট ব্যয়			ব্যয়ের হার
				মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) জুলাই/২০০৯-জুন/২০২০	পউসবি	৮০১০২৭.০৫	১১৮৪০২.০০	১১৮৪০২.০০	০.০০	১১৭৩৩৯.০৩	১১৭৩৩৯.০৩	০.০০	৯৯.১০
২.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) প্রকল্প (মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	বাপার্ড	৩২৬৮৪.৭১	৬০০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	৫৯৭৫.০৯	৫৯৭৫.০৯	০.০০	৯৯.৫৮
৩.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (পিআরডিপি-২) (সংশোধিত) (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	বিআরডিবি	২৩১৬৭.১৫	৪১৭০.০০	৪১৭০.০০	০.০০	৩৯৩৭.৫২	৩৯৩৭.৫২	০.০০	৯৪.৪২
৪.	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	বিআরডিবি	১৫৭৩৪.০০	২৭৬৮.০০	২৭৬৮.০০	০.০০	২৭৬২.৫০	২৭৬২.৫০	০.০০	৯৯.৮০
৫.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৭) (জুন/২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	বিআরডিবি	৫৬৯৫১.০০	৯৬৫১.০০	৯৬৫১.০০	০.০০	৯৪৭২.০৫	৯৪৭২.০৫	০.০০	৯৮.১৫
৬.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (এপ্রিল/২০১৪ হতে মার্চ/২০১৯)	বিআরডিবি	১০৮৬৮.৭২	৩১৬৯.০০	৩১৬৯.০০	০.০০	২১৮৭.৯৪	২১৮৭.৯৪	০.০০	৬৯.০৪

৭.	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দুরীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)	বিআরডিবি	৪১৭৭.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	১৫১.৩৯	১৫১.৩৯	০.০০	৭৫.৭০
৮.	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন (জানুয়ারি,২০১৭-ডিসেম্বর, ২০১৯)	বার্ড, কুমিলল্লা	৩৪৩৯.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	২৮৭.৮৬	২৮৭.৮৬	০.০০	৫৭.৫৭
৯.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (এম ৪সি) (মে/২০১৩-নভেম্বর, ২০১৬) (প্রস্তাবিত:মে/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৯)	আরডিএ, বগুড়া	৯২৬২.৮৫	১৫৯০.০০	৪০৪.০০	১১৮৬.০০	১৪৪৫.৯৯	৩৬৭.৩০	১০৭৮.০০	৯০.৯৪
১০	আরডিএ খামার এবং ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ আধুনিকায়ন প্রকল্প জানুয়ারি/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	আরডিএ, বগুড়া	৩৪২০.৯০	৮১৯.০০	৮১৯.০০	০.০০	৮১৭.২২	৮১৭.২২	০.০০	৯৯.৭৮
১১	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৪ - সেপ্টেম্বর/২০১৮)	আরডিএ, বগুড়া	১১১৩২.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	১৯৬৪.১৯	১৯৬৪.১৯	০.০০	৯৮.২১
১২	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)	আরডিএ, বগুড়া	৪২৪৩৩.৭৮	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	০.০০	৩১৯১.৪২	৩১৯১.৪২	০.০০	৯১.১৮
১৩	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানেরফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)	আরডিএ, বগুড়া	৩৯০২.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	৯৭৫.২৫	৯৭৫.২৫	০.০০	৯৭.৫৩
১৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)	আরডিএ, বগুড়া	১২৪৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	৭৪৫.০৯	৭৪৫.০৯	০.০০	৯৯.৩৫

	জামালপুর স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)									
১৫	‘‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকার বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	আরডিএ, বগুড়া	৩০৫৫.৭০	৩৮৮.০০	৩৮৮.০০	০.০০	৩৮৬.৪৭	৩৮৬.৪৭		৯৯.৬১
১৬	সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বিস্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	আরডিএ, বগুড়া	৩৯৮৯.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	১৮০.৮৪	১৮০.৮৪	০.০০	৯০.৪২
১৭	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন (জুলাই ২০১৬-জুন, ২০২০)	সমবায় অধিদপ্তর	১৫১৫৭.০০	৩৪৭৮.০০	৩৪৭৮.০০	০.০০	৩৪০৩.৬১	৩৪০৩.৬১	০.০০	৯৭.৮৬
১৮	কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	সমবায় অধিদপ্তর	২৩৮৯.০০	৬৭০.০০	৬৭০.০০	০.০০	২১.৪৬	২১.৪৬	০.০০	৩.২০
১৯	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা-২য় পর্যায় (জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	এসএফডিএফ	৬৪০৯.৫৪	৩২২৯.০০	৩২২৯.০০	০.০০	৩০৯০.৮৮	৩০৯০.৮৮	০.০০	৯৫.৭২
২০	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (জুলাই,২০১২-জুন, ২০১৮)	পিডিবিএফ	২৬২৭৯.০০	৫৫৫৯.০০	৫৫৫৯.০০	০.০০	৫৫৫২.২৫	৫৫৫২.২৫	০.০০	৯৯.৮৮

২১	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০)	পিডিবিএফ	৬১০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	১২৬১.০০	১২৬১.০০	০.০০	৯৭.০০
২২	হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃ খননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০)	পিডিবিএফ	৩৯৬৭.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	৮০৩.৫৩	৮০৩.৫৩	০.০০	৯৪.৫৩
২৩	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)	পিডিবিএফ	৩৩০৮.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (জুলাই,২০১৩-ডিসেম্বর, ২০১৭)	মিল্ক ভিটা	১৮২৪.৪৭	২৬১.০০	২৬১.০০	০.০০	২৬১.০০	২৬১.০০	০.০০	১০০.০০
২৫	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	মিল্ক ভিটা	৭৪৮০.০০	৬৮০.০০	৬৮০.০০	০.০০	৬০৪.৭৫	৬০৪.৭৫	০.০০	৮৮.৯৩
২৬	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন ২০১৯)	মিল্ক ভিটা	৩৭৬১.০০	৩৯৪.০০	৩৯৪.০০	০.০০	৩৫৫.৫০	৩৫৫.৫০	০.০০	৯০.২৩
২৭	বৃহত্তর ফরিপুরের চরাঞ্চলে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	মিল্ক ভিটা	৩৪৪১৯.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধান পাঁচটি সংস্থা রয়েছে, এগুলো হলো- সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। আরও রয়েছে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলো হলো-বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট; নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী; টাংগাইল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাংগাইল; বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মুক্তাগাছা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, মৌলভীবাজার; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফেনী; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, রংপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, খুলনা; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, বরিশাল; আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, নওঁগা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া রয়েছে। যেগুলো পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

৪.১ সমবায় অধিদপ্তর

১.সমবায় সমিতির সংখ্যা ও সদস্য বৃদ্ধি:

অর্জনের খাত	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	জাতীয়
সমিতি নিবন্ধন	৫	৭৭৩৩	-
প্রাথমিক সমিতির সদস্য বৃদ্ধি	-	১০,৩৯৬৪৩ জন	-
অডিট	১০৫৪	১১৩০৯৭	৯

২. রাজস্ব আদায়:

অর্জনের খাত	আদায়
নিবন্ধন ফি	১৫.৯২ লক্ষ টাকা
নিরীক্ষা ফি	৩৭৪.৩৮ লক্ষ টাকা

৩. সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়ঃ

অর্জনের খাত	আদায়
সিডিএফ আদায়	৪৬৮.৮০ লক্ষ টাকা

৪. প্রশিক্ষণ:

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, ১০ টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণঃ

অর্জনের খাতসমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৯৯	২৬৪৩
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৩৫০	১০২০৯
ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ	২৩৭০	৫৯১২৩
মোট	২৮১৯	৭১৯৭৫

৫. ঋণ কাযক্রমঃ

(ক) আশ্রয়ণ প্রকল্পে জুলাই '১৭ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩৭.০৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ৪২৯.৮৭ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

৬. ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত:

ক) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: ৪টি সমিতির ১৮৪ জন সদস্যের মাঝে ৮৭.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং আসল বাবদ ১৪৫.৬১ লক্ষ টাকা ও মুনাফা বাবদ ১০৪.২৫ লক্ষ টাকা আদায় করেছে।

খ) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লি:

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লি: এর নৌ-বীমা (কার্গো), অগ্নি, মটর ও অন্যান্য বিষয়ে আয় মোট ২,৩৬,৮০,০০০/- টাকা (প্রিমিয়াম আদায় ২,৩১,৩৩,০০০/- টাকা+এফডিআর সুদ ৫,৪৭,০০০/-টাকা) এবং ব্যয় ২,১৩,৫৬,০০০/- টাকা। উদ্বৃত্ত ২৩,২৪,০০০/- টাকা।

৭.সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ

(ক)“উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পঃ

“উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক” প্রকল্পটি ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫০টি উপজেলায় ২০০ জন করে মোট ১০,০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করার ধারাবাহিকতায় গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পভূক্ত ২৫ টি জেলার ৫০ টি উপজেলা হতে ২৫ জন করে মোট ২৫০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণকে ২টি করে উন্নত শংকর জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য ১০০,০০০/- টাকা করে গাভী ঋণ এবং ক্রয়কৃত বকনার প্রথম বছরের খাদ্য ও আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০,০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণ গাভী/বকনা ক্রয় করে লালন পালন শুরু করেছেন। প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাভোগীদের ক্রয়কৃত গাভীর পরিচর্যা এবং প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও সমিতির কার্যক্রম তদারকির জন্য ১ জন করে ফ্যাসিলিটেটর এবং ক্রয়কৃত গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১ জন করে কৃত্রিম প্রজননকারী (এলএফএআই) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।



মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপিময়মনসিংহেঋণের চেক বিতরণ করছেন।



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি লালমনিরহাটজেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় ঋণের চেক বিতরণকরছেন।

(খ)"একটি বাড়ি একটি খামার (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে "সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

একটি বাড়ি একটি খামার (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে "সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৮৩.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃকবাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম বাংলাদেশের ১৫টি জেলার ২৮টি উপজেলায় বিস্তৃত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৩২টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৮৪০ জন। এর মধ্যে ৪৮০০ জন উপকারভোগীকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ ও ২০০০ জন উপকারভোগীকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৩১৪৮ জন উপকারভোগীকে প্রকল্প তহবিল হতে ১২,৭০০/- টাকা করে মোট ৩৯৯.৭৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পভূক্ত সমিতিতে ৩০৬.০০ লক্ষ টাকা সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে সদস্যদেরকে প্রদত্ত সরকারি অনুদানের পরিমাণ ৪৬.০০ লক্ষ টাকা।



"সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন" কম্পোনেন্ট এর ফ্যাসিলিটেটরদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো: আব্দুল মজিদ মহোদয় ।



ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন" কম্পোনেন্ট এর উপকারভোগীদের মাঝে ঋণের চেক বিতরণ করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান এম পি।

(গ) "কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ

"কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এপ্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ২৮৮০জনসুবিধাভোগীর সমন্বয়ে ৩৬টি দুগ্ধ/মাংস উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে গরু/বকনা ক্রয়ের জন্য ৭০,০০০ টাকা করে সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮. ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবসঃ

গত ৪ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ঢাকা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "উৎপাদনমুখী সমবায় করি, উন্নত বাংলাদেশ গড়ি"। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মাফরূহা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তৃতা করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয়

প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি জনাব শেখ নাদির হোসেন লিপু।



৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৭ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশারফ হোসেন এম.পি।



৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৭ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন প্রাক্কালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙাঁ এম.পি-এর নেতৃত্বে রাজধানীর মৎস্য ভবন মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শোভাযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মাফরূহা সুলতানা এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সমবায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।



৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৭ উদযাপন প্রাক্কালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এম.পি-এর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।



৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৭এর উদযাপন উপলক্ষ্যেস্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি জাতীয় পতাকা এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙাঁ এম.পি সমবায় পতাকা উত্তোলন করছেন।

৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবসে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হয়। সমবায় অঙ্গনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি ক্যাটাগরিতে পাঁচ জন সমবায়ী ও পাঁচটি সমবায় সমিতিকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির মধ্যে প্রধান অতিথি জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি পদক তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ পুরস্কার সমবায়ীদের মধ্যে ভাল কাজ করার উদ্দীপনা এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিসহ সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করতে সহায়তা করে।



জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৭ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৫ প্রাপ্ত সমবায়ীবৃন্দ



৪৬তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৭ অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৫ বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি।

৯.সমবায় অধদিপ্তর এর বাষকি র্কমসম্পাদন চুক্তি (২০১৭-১৮)

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য এবং সমবায় অধিদপ্তর-এর কাজের ধারাবাহকিতা রক্ষার পাশাপাশি ভবষ্যিৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বার্ষিক র্কম সম্পাদন চুক্তি (২০১৭-১৮) অনন্য ভূমিকা পালন করবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তিতে সমবায় অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসহ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার ফলে বছর শেষে কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (২০১৭-১৮) এ বর্ণিত ভবষ্যিৎ কর্মপরিকল্পনায় সমবায় এর সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ও এর গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। সেবা সহজীকরণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং ই-সেবা চালু করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ও আত্ম কর্মসংস্থানের পথ সুগম করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সুলভ মূল্যে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সমবায় পণ্যের ব্রান্ডিং, বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।





সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সকল বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকগনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

১০. সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ

গত ৪ ও ৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে ‘‘সমবায়ের ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ’’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সের প্রধান অতিথি ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করা হয়। সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।





সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ

১১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর “মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার” এ অন্তর্ভুক্তিঃ

ইউনেস্কো ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে বিশ্বের ডকুমেন্টারী ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এটি ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্রের তালিকা। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে গত ৩০ অক্টোবর এ সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিকামী বাঙালির প্রতি পাকিস্থানি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। তৎকালীন রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে বজ্রকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু এ ভাষণ দেন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ ‘বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে”র স্বীকৃতি লাভ করায় সমবায় অধিদপ্তরের আনন্দ শোভাযাত্রায় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মজিদ ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।



বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

১২. সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা'র ৯৯তম জন্মদিন ও শিশু দিবস উদযাপনঃ

গত ১৭ মার্চ, ২০১৮ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মদিন ও শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনের উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন । এছাড়াও জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা এবং শিশু কিশোরদের ''মুক্তিযুদ্ধ'' বিষয়ক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরিশেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।



জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যেসমবায় ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন।



জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক মহোদয়।

১৩.আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় পণ্যের স্টলঃ

দেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ব্রান্ডিং এবং বিক্রি/প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায় সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০১৮ তে সমবায় অধিদপ্তর তৃতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মাফরূহা সুলতানা। এ মেলায় বিভিন্ন সমবায়ীদের উৎপাদিত হস্ত ও চামড়া শিল্পজাত পণ্য, পাটের তৈরি ব্যাগ, শো-পিস, মাটির তৈরি আকর্ষণীয় তৈজসপত্র, তৈরি পোষাক, খাদ্য দ্রব্যসহ ভেজালমুক্ত, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি ও প্রদর্শন করা হয়।



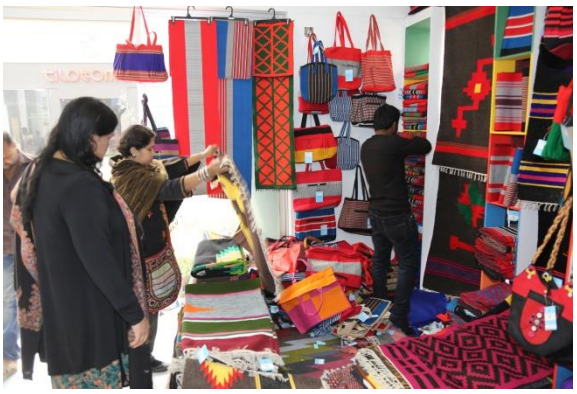

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০১৮ তে সমবায় স্টল

১৪. সমবায় অধিদপ্তরে মহান বিজয় দিবস উদযাপনঃ

মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনকরা হয়।কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আগারগাঁও সমবায় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন।



মহান বিজয় দিবস' ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক মহোদয়ের নেতৃত্বে র‍্যালী ও পুষ্পসম্ভবক অর্পণ



মহান বিজয় দিবস' ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের সর্বসত্মরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহন

৪.১.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের "আমূল" পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক-এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা-এর সহায়তায় দুজন পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দু'টির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় দু'টি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়'এর মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৩টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং ৪৭টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৫ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করছে। এবং দেশের ৭টি বিভাগের ৪১টি জেলা, ১৩৭টি উপজেলা, ৪৯০টি ইউনিয়ন এবং ২৩১৯টি গ্রামে ৩০৮৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৮.০৫ লক্ষ সমবায়ীর আত্মকর্মসংস্থানে মিল্কভিটা জড়িয়ে আছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মিল্কইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য অর্জন :

- মিল্ক ইউনিয়ন চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সমবায়ী সদস্যদের নিকট হতে ৫৭০.০০ লক্ষ লিটার কাঁচা তরল দুধ সংগ্রহ করেছে;
- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪টি নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭৮০০ জন সদস্য অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ৩৯০টি নতুন দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে;
- গ্রামীণ সমবায়ীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গাভী ক্রয়ে সহায়তার লক্ষ্যে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
- পাস্তুরিত তরল দুধ বিপনণের পরিমাণ ৪৯৫.০০ লক্ষ লিটার, ঘি ২.৬৮ লক্ষ কেজি, মাখন ২.৬৯ লক্ষ কেজি, গুড়ো দুধ (ননীযুক্ত ও ননীবিহীন) ১.৫৭ লক্ষ কেজি, মিষ্টি ও টক দই ৩.১০ লক্ষ কেজি, ফ্লেভার্ড মিল্ক ৭.৮৫ লক্ষ প্যাকেট, রসমালাই ০.৭৫ লক্ষ লিটার, চকোবার ও ললিস ১.৭৮ লক্ষ পিছ, লাবাং ১.৯২ লক্ষ লিটার, বার্ষিক মুনাফা ৩৩৬.০০ লক্ষ টাকা (অনিরীক্ষিত);
- গো-খাদ্য উৎপাদন ও নায্যমূল্য বিতরণের পরিমাণ ২১০০.০০ মেট্রিক টন, বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড়ের ফ্রোজেন সিমেন উৎপাদন ও বিনামূল্যে বিতরণ ১,৩০,০০০ লক্ষ ডোজ, ভ্যাকসিন, ঔষধ ক্রয় ও বিনামূল্যে বিতরণ ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা, উন্নত জাতের জাম্বু ঘাসের বীজ ক্রয় এবং বিনামূল্যে প্রদান করা হয় ১০.০০ মেট্রিক টন।

প্রকল্পের অগ্রগতি :

- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধালো মুরাহ্ জাতের মহিষের সাথে দেশীয় মহিষের সংকরায়ণ করে এদের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৮২৪.৪৭ লক্ষ টাকা (জিওবি অনুদান : ১৩১৩.৪৭, মিল্কভিটার তহবিল : ৫১১.০০) ব্যয়ে "দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভারতের হরিয়ানা হতে দুগ্ধবতী মুরাহ্ জাতের মহিষ আমদানী করে মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট এবং লক্ষীপুর জেলার রায়পুরে দুটি আধুনিক খামার (Mother farm) স্থাপন করা হয়েছে। মহিষ পালনে সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে উক্ত খামারে জন্ম নেয়া মহিষ শাবক সাশ্রয়ী মূল্যে সমবায়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।



রায়পুর মহিষের আধুনিক খামার



টেকেরহাট মহিষের আধুনিক খামার

- রাজশাহী বিভাগের অধিকাংশ জেলাসহ পাবনা, সিরাজগঞ্জ জেলায় বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত দুধ ফ্লাস সিজনে প্রতিদিন দুই লক্ষ লিটার সংগ্রহ করে তা দ্বারা গুড়ো দুধ উৎপাদন করা এবং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস করে গুড়োদুধ আমদানী নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১০৫৯৩.২৩ লক্ষ টাকা (জিওবি

ইক্যুইটি : ৭৯৪৪.৭৭, মিল্কভিটার তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) ব্যয়ে**"সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন"**প্রকল্পের আওতায় মেশিনারীজ ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বান ও মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গত ০২/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- চট্টগ্রামে পটিয়াতে দৈনিক ২০ হাজার লিটার তরল দুগ্ধ পাস্তুরিত করে চট্টগ্রাম বিভাগে বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে**"দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পের বিশেষ সংশোধীনর মাধ্যমে ৪২৪৮.৭২ (জিওবি ইক্যুইটি ২৭৬৩.০০এবং মিল্ক ভিটার নিজস্ব তহবিল ১৪৮৫.৭২) লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী নির্বাচন করে তাদের গবাদি পশু লালন-পালনের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক গাভী ক্রয় ও মডেল ফার্ম স্থাপনের লক্ষ্যে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত জমি ভরাট, রাস্তা তৈরিসহ অন্যান আনুষঙ্গিক সিভিল কাজ চলমান রয়েছে।



প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম


পটিয়া প্রকল্পের সিভিল কার্যক্রম


প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম


প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী চরাঞ্চলের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুধের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রায় ৩৪৪১৯২৯. লক্ষ টাকা (জিওবি অনুদান ৩২৯১৯.২৯ এবং মিল্কভিটার নিজস্ব তহবিল ১৫০০) ব্যয়ে টাকা ব্যয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় মিল্কভিটার অংশ গ্রহণে **"বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন"** প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০০০ সুফলভোগীর মধ্যে ১৪০৩ জন সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়েছে, অবশিষ্ট সমবায়ী নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গত ২৫/০৯/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের আওতায় টুঙ্গিপাড়ায় ৫৩ জন সমবায়ীকে গাভী ক্রয়ের জন্য (১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা) ঋণের চেক বিতরণ করা হয়েছে। ফরিদপুর সদর উপজেলায় দুগ্ধ শীতলকরণ কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুগ্ধ শীতলকরণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে

স্থান নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় ইতোমধ্যে প্রকল্প ব্যয় ৩.৫৯% বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।



টুঙ্গিপাড়ায় গাভী ঋণের চেক বিতরণ



টুঙ্গিপাড়ায় গাভী ঋণের চেক বিতরণ

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা :

- দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন রোগ ব্যধি মুক্ত উন্নতজাতের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও টেকসই করণের জন্য উন্নত জাতের গবাদিপশু লালন-পালনের সুবিধার্থে প্রায় ৩৩০৫২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে **"গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় মিল্কভিটা'র গবাদিপশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন''** প্রকল্প কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে সমহারে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরসহ জেলা পর্যায়ে দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাত পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে "৫টি বিভাগে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৩২টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ১১৪টি বিক্রয়কেন্দ্র এবং ১টি কৃত্রিম প্রজণন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্প ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

৪.১.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর দর্শন

দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর উদ্দেশ্যাবলীঃ

- সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতিসমূহের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- ঋণ গ্রহীতা কেন্দ্রীয় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন করা;
- সমগ্র বাংলাদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- সম্ভাব্য উপায়ে সমবায় সমিতিসমূহের স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য উপদেশ ও সহায়তা প্রদান এবং কার্যক্রমের সমন্বয় করা;
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক সমবায় সমিতিসমূহ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা করা;

- প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সেই সমস্ত সমিতিকে অথবা তাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে গুদামজাতকরণ,কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মজুদ রাখা ও বিক্রির ব্যাপারে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;

ভূমিকাঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী পরিচালিত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায়ীদের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অধিকন্ত ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এ ব্যাংক কাজ করে থাকে। বর্তমানে ব্যাংকের সদস্য সমিতির সংখ্যা ৪৭৮টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কোন শাখা নেই। ব্যাংকের সদস্য ভুক্ত ৭১টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, ৫৮টি সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, ১৪টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ, ১১টি কেন্দ্রীয় আখ চাষী সমবায় সমিতি লিঃ এবং ১টি কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে সারাদেশে সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।

নারায়নগঞ্জস্থ বিএসবিএল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স নির্মাণঃ

নারায়গঞ্জ জেলার ১৪৯নং বঙ্গবন্ধু সড়কে (শহরের প্রাণকেন্দ্রে) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ১৬ কাঠা জমির ওপর ১০(দশ) তলা বিশিষ্ট বিএসবিএল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স এর দু'টি বেজমেন্টসহ ১০ম তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ গত ০৪-০৪-২০১৫ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত ১৪.০৫.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা মোতাবেক আগামী ৩১শে আগষ্ট/২০১৮ তারিখের মধ্যে ভবন নির্মান কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ০৫(পাঁচ) কাঠা জমি অবৈধ দখলদারের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।



নারায়নগঞ্জস্থ ব্যাংকের জায়গায় নির্মাণাধীন বিএসবিএল কর্মাশিয়াল কমপ্লেক্স।

প্রকল্প ঋণঃ-

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ বর্তমান সরকারের যুগপোযোগী চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সদস্যসমিতি ও সদস্যসমিতি বহির্ভূত বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রকল্প ঋণ দাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জেলা প্রকল্প ঋণ যাচাই/বাছাই কমিটির অগ্রায়নের ভিত্তিতে প্রকল্প ঋণ দাদন কার্যক্রমে সমবায় অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সরাসরি সমিতির ব্যক্তি সদস্য পর্যায়ে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে (যেমনঃ ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গাভী পালন, শাক সবজী চাষ, তরমুজ চাষ, আনারস চাষ, চা উৎপাদন, কৃষিজাতদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সোলার ও আইটি প্রকল্প ইত্যাদি) অত্যন্ত সহজ

শর্তে প্রকল্প ঋণ দাদন করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৭টি সমবায় সমিতিতে ২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ৭৪০ জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

মহিলা ঋণঃ

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী হলেও সমবায় সমিতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি মোট সমবায়ীর মাত্র ১৮ শতাংশ। এ সকল নারী কৃষিসহ প্রায় প্রতিটি উৎপাদন কর্মে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। নারী উদ্যোক্তাগণ অপেক্ষাকৃত দক্ষ, লেনদেনে অধিকতর সৎ ও নিষ্ঠাবান হওয়ায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ হতে নারী সমবায়ীদের কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী মহিলা সমবায় সমিতিতে বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩টি মহিলা সমবায় সমিতিতে ৬৮ জন মহিলা সদস্যের মাঝে ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দাদন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৫টি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৭৫৭ জন মহিলাকে ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ঋণ দাদন করা হয়।

কনজুমার্স ঋণঃ

সীমিত আয়ের সরকারী / আধা-সরকারী পেশাজীবীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা এবং গৃহস্থলী কর্মে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, ভোগ্যপন্য ক্রয়ের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। এ ঋণের মুনাফার হার ১৫% (সরল মুনাফা)। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কনজুমার্স ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৬৩ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ ২৫৪ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ২৩২৮ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমান ৪১১৬.৮০ লক্ষ টাকা । ঋণ আদায় ৯৪.১২%।

পার্সোনাল লোনঃ

সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে (যেমনঃ গৃহ সাজসজ্জা/মেরামত, চিকিৎসা, শিক্ষা, মটরযান ক্রয়, বিবাহ সংক্রান্ত) সহজ শর্তে পার্সোনাল ঋণ চালু করা হয়েছে। এ ঋণের মুনাফার হার ১৫% (সরল মুনাফা)। এ ঋণের ঋণসীমা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা থেকে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা । ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১১৯৫ জন এবং ঋণ দাদনের পরিমান ২৭২৭.০৫ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ২৪৮৩ জন এবং ঋন দাদনের পরিমান ৫৭৭৪.৫৫ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায় ৯৪%।

স্বর্ণ আমানত ঋণঃ

ব্যাংকের স্বর্ণ আমানত ঋণের কার্যক্রম সম্প্রসারন, ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে সরাসরি সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে স্বর্ণ আমানত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ঋণ দাদন করা হয়েছে। ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ ঋণের স্থিতি ৪৬,৭১,৩৯,৩৬০/- টাকা ও গ্রাহক সংখ্যা ২১১৪ জন। ১% বীমা সহ এ ঋণের মুনাফার হার ১৮% (সরল সুদ)।

কৃষি ঋণঃ

ব্যাংক নিজস্ব মূলধন হতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় আখ চাষী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সারাদেশে সমবায়ী কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী (ক) স্বল্প মেয়াদী (১ বছর মেয়াদী) আউষ, আমন, বোরো, শস্য, শীত/গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজী উৎপাদন (খ) মধ্যম মেয়াদী (২ বছর মেয়াদী) সেচ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভীপালন/দুগ্ধখামার, হাঁস/মুরগিপালন, ছাগল/ভেড়াপালন, মৎস্য চাষ (খামার পদ্ধতিতে), ইত্যাদি ও (গ) দীর্ঘ মেয়াদী (৫ পাঁচ বছর মেয়াদী)কৃষিভূমি উন্নয়ন, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্বল্প মেয়াদী ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ও মধ্যম

মেয়াদী ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, মোট ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা আদায় করা হয়।



ঋণ আদায় সম্মেলনে উপস্থিত ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

উপরিউক্ত কার্যক্রম ছাড়াও সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর ওয়েব পোর্টালকে জাতীয় ওয়েবপোর্টালের ফ্রেমওর্য়াক এর আওতাভুক্ত করার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাগ্রহণ করে এবং ওয়েবপোর্টালকে website এ স্থানান্তর করা হয়েছে। website এর ডোমেইন হলো www.bsbl.org.bd। ব্যাংকের সকল তথ্য ওয়েবসাইটে আপডেট করা সহ নিয়মিত ভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। ব্যাংকের সদস্যভুক্ত সমিতি ও সমবায়ীদের তথা জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (সিটিজেন চার্টার) নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০১৫ অনুযায়ী অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সেবা প্রদান এবং সেবাদান প্রক্রিয়া দ্রুত সহজীকরণ ও সুশাসন সংহতকরনের জন্য একজন কর্মকর্তাকে Focal point/ হেল্পডেস্ক এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল SMS এর মাধ্যমে গ্রাহকদের লেনদেনের তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা ষাটের দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বার্ড নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া, বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বার্ড ইতোমধ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেকগুলো কার্যকর মডেল উদ্ভাবন করেছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. ২০১৭-১৮ সালে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বার্ড পল্লীর দরিদ্র জনগণের উন্নয়নে এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বার্ডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ধারণা প্রদান; নারী উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন, ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, গাভী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ

ইত্যাদি। বার্ড দীর্ঘদিন থেকে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য ২ মাস মেয়াদী বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও বার্ড ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ১৬৬টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৭২৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

বর্ণিত সময়ে বার্ড কর্তৃক সংগঠিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কোর্স/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক) বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ: প্রতিবেদনকালীন সময়ে বার্ড বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদী ১টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ৭টি ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ১টি ২ মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে।

খ) সংযুক্তি ও অবহিতকরণ: রিপোর্টকালীন সময়ে বার্ড **বিপিএটিসি থেকে আগত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য ০১টি এবং** বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫টি পল্লী উন্নয়ন সংযুক্তি কর্মসূচির আয়োজন করে। এছাড়া প্রতিবেদনকালীন সময়ে ১দিন মেয়াদি ১৭টি অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে ৭১৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অবহিতকরণ কর্মসূচীসমূহে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন এজেন্ডাসমূহ এবং এ প্রেক্ষিতে বার্ডের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

গ) স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স: বার্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে প্রায় ৮০% হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি কোর্স। প্রতিবেদনকালীন সময়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য উক্ত কোর্সসমূহ আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা, অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের জন্য ০৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন করা হয়। এ সকল কোর্সের মধ্যে রয়েছে গাভীপালন ও প্রাণী স্বাস্থ্য, Basic Computer Application & ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ।



একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কোর্সে বক্তব্য রাখছেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বার্ড একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের **১০১৫** জন সুফলভোগীর জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ২৩৮৯ জন সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ৮২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে।

ঘ) স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ: বার্ড গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজেন করে আসছে। প্রতিবেদনকালীন সময়ে বার্ড ৬টি স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে এবং এগুলোতে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। স্ব-উদ্যোগে আয়োজিত কোর্স সমূহের প্রধান কয়েকটি হচ্ছে: Research Methodology, Monitoring & Evaluation of Development Projects, Development Management, Development Project Planning and Management (DPPM), Climate Change

Issues and Its Adaption, Training of Trainer (ToT), মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

ঙ) বার্ড ও AARDO-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় প্রতিবছর বার্ড একটি করে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা সংগঠন করে আসছে। এ কর্মসূচিতে প্রতিবছর AARDO-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ২৫-৩৫ জন উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে থাকেন। চুক্তির আওতায় বার্ড ২০০৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত "International Training Workshop on Achieving Sustainable Development Goals: Financial Inclusion & Rural Transformation" শিরোনামে মোট ০৯টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সংগঠন করেছে।



আফ্রিকান এশিয়ান পল্লী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ড বাস্তবায়িত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আগত সম্মানিত ডেলিগেটস ও রির্সোস পার্সনগণ

BARD, Dhaka University-র Department of Public Administration এবং Stamford University-র যৌথ উদ্যোগে ২দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক Conference গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বার্ডে সংগঠিত হয়েছে। এটি এই তিনটি সংস্থার একটি নিয়মিত কর্মসূচী যা প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বার্ড ক্যাম্পাসে সংগঠিত হয়। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি মোট ১২০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন।



বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান কৃষি বিষয়ক উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ফাইনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট কোর্স-উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণকোর্সেরনাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সেরধরন	কোর্সেরমেয়াদ (দিন)	কোর্সেরসংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ডে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত তথ্য:							
১	International Training Workshop on "Achieving Sustainable Development Goals: Financial Inclusion and Rural Transformation"	BARD AARDO	Senior and Mid Level Officials from Govt. Autonomous Bodies. Research & Training Institution of Asia and Africa Region	International	১২	০১	২২
২. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য:							
১	8th International Integrative Research Conference on Education Governance and Development	বার্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ষ্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়	বার্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ষ্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়		০২	০১	১৭৫
২	Seamaul Undang Korea				০২	০১	১৩৫
৩.২০১৭-২০১৮ অর্থবছরেবার্ডেঅনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গাউডেট ভিজিট সংক্রান্ত তথ্য:							
১	Visit Programme for the Distinguished Delegates for Policy Makers and Members of AFSen, Afganistan	FAO	Members of AFSen, Afganistan	International	১	১	৮১
৪. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরেবার্ডেঅনুষ্ঠিতজাতীয়পর্যায়েপ্রশিক্ষণসংক্রান্ততথ্য:							
১.	বিসিএসক্যাডারকর্মকর্তাদের জন্য বিএ-৬৪তমবুনিয়াদিপ্রশিক্ষণকোর্স	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	BCS Cadre Officials of under the ministry of public administration	Foundation	১৮০	০১	৪৬
২.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩২ তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	৩৭

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণকোর্সেরনাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সেরধরন	কোর্সেরমেয়াদ (দিন)	কোর্সেরসংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৩ তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	৩৪
৪.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৪ তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	৪০
৫.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৫ তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	২৮
৬.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৬ তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	৩৯
৭.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৭তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	১৯
৮.	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৮তম ব্যাচ)	বিসিক		Special Foundation	৬০	০১	৪০
৯.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩৯তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	২৪
১০.	বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (১৪০তম ব্যাচ)	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	BCS Health Cadre Officials	Special Foundation	৬০	০১	৩৫
১১.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য "উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা		০৫	২৫	১০১৫
১২.	ন্যাশনাল পোর্টালের আওতায় ওয়েব পোর্টাল তৈরির নিমিত্তে প্রশিক্ষণ কোর্স	এটুআই			০২	০১	১২
১৩.	৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (১ম ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	১১৭
১৪.	৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (২য় ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	১০৭
১৫.	৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (৩য় ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	১০৩
১৬.	৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (১ম ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	৮৩
১৭.	৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (২য় ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	৫০
১৮.	৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (৩য় ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	৪৯
১৯.	৬৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (১ম ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	৫২
২০.	৬৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি (২য় ব্যাচ)	বিপিএটিসি	৬৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ	Attachment	১২	০১	৪৯
২১.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংযুক্তি প্রশিক্ষণ, লোকপ্রশাসন বিভাগ	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়- এর শিক্ষার্থী	Attachment	০৩	০১	৫৭
২২.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংযুক্তি প্রশিক্ষণ, লোকপ্রশাসন বিভাগ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়এর শিক্ষার্থী	Attachment	০৫	০১	১২৬
২৩.	Orientation Programme on Development management MMG ৭th Batch North South University	North South University	Students of North South University	Attachment	০৪	০১	১০
২৪.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংযুক্তি প্রশিক্ষণ, সমাজতত্ত্ব বিভাগ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী	Attachment	০৪	০১	১৪৫
২৫.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংযুক্তি প্রশিক্ষণ, অর্থনীতি বিভাগ	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী	Attachment	০৩	০১	৮৭
২৬.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংযুক্তি প্রশিক্ষণ, লোকপ্রশাসন বিভাগ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী	Attachment	০৩	০১	২৫
২৭.	Geo-informatics Applications	বার্ড	Officials of different	Self Initiated	০৩	০১	১৫

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণকোর্সেরনাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সেরধরন	কোর্সেরমেয়াদ (দিন)	কোর্সেরসংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	in Rural Development শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স		Organization				
২৮.	ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ কোর্স	বার্ড	Officials of different Organization	Self Initiated	০২	০১	১৫
২৯.	কম্পিউটার চালনা, মোবাইল সার্ভিসিং এবং পার্লারিং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কোর্স	**মশিআপুউ**	**মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী**	Projrct Level	০৩	০১	
৩০.	"Development Management Officials of Government & Non government Organization" বিষয়ক কোর্স	বার্ড	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	২০
৩১.	কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	BARD	Employee of BARD	Professiona l	১৫	০১	৩০
৩২.	"Climate Change Issues and Its Adaptation" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	১১
৩৩.	"Development Project Planning and Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	১৯
৩৪.	"Research Methodology for Social Science Researchers" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	১৫	০১	১৫
৩৫.	"Training of Trainers" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৫	০১	২৩
৩৬.	পরিচালিত "মানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যাবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	BARD	Officials of different Organization	Self Initiated	০৩	০১	১৪
৩৭.	এনআইএলজি, ঢাকা এর প্রতিনিধি দলের বার্ড পরিদর্শন	এনআইএলজি			০১	০১	
৩৮.	"জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০১: পুনঃ পর্যালোচনা" শীর্ষক সেমিনার	বার্ড			০১	০১	১৮০
৩৯.	ড. আখতার হামিদ খান-এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও বার্ডের ৫৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত "ড. আখতার হামিদ খান তার আদর্শের মানচিত্র" বিষয়ক সেমিনার	বার্ড			০১	০১	৩৮০
৪০.	বার্ড-কেটিসিসিএ লিঃ এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনার	বার্ড			০১	০১	৫০
৪১.	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নযন ভাবনা বিষয়ক সেমিনার	বার্ড			০১	০১	৫৫০
৪২.	উন্নয়নের গতিধারায় বাংলাদেশঃ প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়			০১	০১	৭০
৪৩.	বার্ডের ৫০তম পরিকল্পনা সম্মেলন (২০১৭-১৮)	বার্ড	Mid and Senior Level Officials of GO & NGO and Faculty Member of BARD	Conference	০২	০১	১১০
৪৪.	Training workshop formulation of Development project Proposal	বার্ড	Mid and Senior Level Officials of GO & NGO and Faculty Member of BARD	Conference	০৩	০১	৪৫
৪৫.	UPM সফট্ওয়্যার ব্যবহার দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও IT সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ			০১	০১	১১
৪৬.	আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস, কন্যা শিশু ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে সংগঠনের করণীয় শীর্ষক কর্মশালা	মশিআপুউ, বার্ড	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	৪৮
৪৭.	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার মেইনটেনেন্স নেটওয়ারকিং ট্রাবলশুটিং ও ফ্রিন্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ই-পরিষদ প্রকল্প	প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	
৪৮.	বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলনা (২০১৭)	মশিআপুউ	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	১৬৫
৪৯.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে কর্মশালা	মশিআপুউ	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	৫১
৫০.	বিশ্বমানবাধিকার ও সিডো দিবস উপলক্ষ্যে কর্মশালা	মশিআপুউ	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	৮৬

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণকোর্সেরনাম	উদ্যোক্তা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	কোর্সেরধরন	কোর্সেরমেয়াদ (দিন)	কোর্সেরসংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫১.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মশিআপুউ	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	২৪
৫২.	পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ দ্বন্দ ও অভিযোগ নিরোসন প্রক্রিয়া এবং অগ্রসর আইনী শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মশিআপুউ	মশিআপুউ প্রকল্পের সুফলভোগী	Projrct Level	০১	০১	৩০
৫৩.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য ‘ধান বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	২৮৯
৫৪.	লালমাই ময়নামতি’ প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য ‘সবজি বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	২৯৮
৫৫.	লালমাই ময়নামতি’ প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য ‘ মৌমাছি পালন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	২৮৮
৫৬.	লালমাই ময়নামতি ‘প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে ‘হাঁস-মুরগি পালন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	৩০০
৫৭.	লালমাই ময়নামতি ‘প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	৮৬
৫৮.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে “গাভী পালন” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	২৯৬
৫৯.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে “কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	২৯৯
৬০.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে “ফল চাষ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	১৭৭
৬১.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে “মৎস্য চাষ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	১৪৮
৬২.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে “নার্সারী ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	১২০
৬৩.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য “ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৩	১০	৮৮
৬৪.	আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন ওমৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	জীবিকায়ন উন্নয়ন প্রকল্প	গ্রাম পর্যায়ে সুফলভোগী	Projrct Level	০৫	০১	৩০
	মোট					**১৬৬**	**৭২৯৪**

বার্ডের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০১৮-১৯

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
A	**International**				
1.	International Training Workshop on Achieving Sustainable Development Goals : Financial Inclusion and Rural Transformation	1	9	20	AARDO
2.	In Search International Conference	1	2	100	DU
3.	Training Course on Rural Development and Contemporary Issues	1	5	15	Mizoram State Govt., India
B	**National**				
1.	Foundation Training Course for BCS Cadre officials of MoPA	1	180	50	Ministry of Public Administration
2.	Special Foundation Training Course for BCS	8	60	400	DGHS

Sl. No.	Title of the Course	Number of Courses	Duration of the Course (Days)	Number of Participants	Sponsor
	(Health) Cadre Officials				
3.	Special Foundation Training Course for LGED engineers	1	60	40	LGED
4.	Live in Field Experience for CIU Students	2	12	150	IUB
5.	Attachment Programme for University Students	4	10	300	CU/CoU/RU
6.	Attachment Course on Rural Development and Poverty Reduction	3	12	330	BPATC/RDA
7.	Development Project Planning, Monitoring and Evaluation	1	10	25	FAO
8.	Entrepreneurship Development	75	5	3750	EBEK
9.	লালমাই ময়নামতি প্রকল্প				একটি বাড়ি একটি খামার
C	**Professional Training Course**				
1.	Self-initiated Training Course	12	5	240	GO/NGO
2.	Workshop/Seminar/Conference	10	1	All Trainees and Faculty Members	BARD
3.	Project Level Training Course for Benificiaries	88	3	2500	LALMAI, WEINIP, Dairy Dev. Project
4.	Orientation Programme on Rural Development for visitors	25	1	750	BARD
	Total	**238**	-	**8820**	--

প্রকল্প কার্যক্রমের প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

ক। এডিপিতে প্রস্তাবিতপ্রকল্পসমূহ

১। "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০

প্রকল্পের বাজেট : ৫৩০০.০০ লক্ষ

অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলা (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ এবং বুড়িচং), ৭টি ইউনিয়নের ৬৯টি গ্রাম

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : সমন্বিত কৃষিকর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে:

১. কৃষি খামার পদ্ধতি সমূহের উন্নয়ন;
২. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;

৫. গবাদি পশু/ডেইরী/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
৭. কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ:

১. গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরি;
২. বেইজ লাইন/মধ্যবর্তী/ চূড়ান্ত মূল্যায়ন;
৩. কৃষি উপকরণ সরবরাহ: গরু-ছাগল/হাঁস-মুরগী, ভার্মিকম্পোস্টের জন্য কাঁচামাল, বীজ ও চারা;
৪. প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. সেচের জন্য নালা নির্মাণ;
৬. পিআরএইচ সরবরাহ;
৭. সৌর প্যানেল ভিত্তিক অগভীর নলকূপ এবং বারিড পাইপ স্থাপন।

বর্তমান অগ্রগতি:

- ৬৮টি গ্রামের ১৯,৩০০ পরিবারের পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করে ৬৮টি গ্রাম তথ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১৪৭টি সংগঠন সৃজন করা হয়েছে।
- ৫,০১৯ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (গড়ে প্রতি সংগঠনে ৩৪ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।
- ৪৯,৩৫,৯০০/= টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে। মাসিক সঞ্চয় আদায়ের অগ্রগতির হার ৮৯%।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উৎসাহ সঞ্চয় হিসেবে ৪৯.৩৬ লক্ষ টাকা এবং সংগঠনের ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ১৪৪.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১৯৩.৩৬ লক্ষ টাকা একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প থেকে সরাসরি সুফলভোগীদের প্রদান করছে।
- ১২৯টি সাইনবোর্ড তৈরি করা হয়েছে।
- উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমঃ
  ক) ৬০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ৩,০০০ কেজি ব্রি-ধান ৫০ (সুগন্ধি) ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ৩৯০ জন সুফলভোগীকে প্রত্যেককে ৫ কেজি করে মোট ১,৯৫০ কেজি আমন ধানের বীজ (ব্রি-ধান ৪৯, ব্রি-ধান ৬২, ব্রি-ধান ৭৫) বিতরণ করা হয়েছে।
  খ) ৩০০ জন সুফলভোগীকে প্রত্যেককে ৪০ কেজি করে মোট ১২,০০০ কেজি আলু বীজ (এস্টারিক্স জাত) বিতরণ করা হয়েছে।
  গ) ৩০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩০০টি মৌমাছিসহ মৌবাক্স বিতরণ।
  ঘ) সুফলভোগী ৫০০ জন এর মাঝে গ্রীষ্মকালীন নিম্নোক্ত সবজি বীজ: চিচিংগা- ১৭৬ কেজি, বরবটি- ২১৬ কেজি, কলমিশাক- ২৬৮ কেজি, সর্বমোট ৬৬০ কেজি বিতরণ করা হয়েছে।
  ঙ) ৪২দিন বয়সের মুরগীর বাচ্চা বিতরণ: ১,০৫৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ২৬,৩৭৫টি মুরগীর বাচ্চা বিতরণ করা হয়। ৬,০০০টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করা হয়েছে।
  চ) ১,৭৪০টি কেঁচো সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
  ছ) ৩০০ জন মৌচাষীকে প্রত্যেককে ৪ কেজি করে মোট ১,২০০ কেজি চিনি বিতরণ করা হয়।
  জ) ১,৫২৩ কেজি (রুই, কাতলা, মৃগেল অন্যান্য কার্প জাতীয়) মাছের পোনা ক্রয় করা হয়েছে।

ঝ) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জার্মপ্লাজম সেন্টার থেকে ৮,১১৩টি ফলের চারা ক্রয় করা হয়েছে এবং ১২০টি ফলের বাগান সৃষ্টি করা হবে।

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ক) প্রকল্পের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রকল্প কার্যক্রম অবহিতকরণ ১টি ব্যাচে ২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের কর্মচারীদের অনলাইন ব্যাংকিং এর উপর ১টি ব্যাচে ২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) মৌমাছি পালন বিষয়ে ১২জন কর্মকর্তা/কর্মচারী শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ঘ) কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে ১২জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ঙ) * ধান বীজ উৎপাদনের উপর ১০টি ব্যাচে ৩০০জন

* সবজি বীজ উৎপাদনের উপর ১০টি ব্যাচে ৩০০জন
* মৌমাছি পালন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে ৩০০জন
* আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে ৩০০ জন
* সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩টি ব্যাচে ৯০ জন
* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে ৩০০ জন
* কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে ১০টি ব্যাচে ৩০০জন,
* আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ৫টি ব্যাচে ১৫০জন
* আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ৬টি ব্যাচে ১৭৭জন
* নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ৪টি ব্যাচে ১১৬জন
* ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ৩টি ব্যাচে ৮৮জন।

= সর্বমোট (ক থেকে ঙ) ১০৭টি ব্যাচে ২,৬৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মুদ্রণঃ

ক) ধান বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং ৯০০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

খ) সবজি বীজ উৎপাদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং ৯০০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদী পশু/গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও ৯০০ কপি মুদ্রণ হয়েছে।

ঘ) আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও ৯০০ কপি মুদ্রণ হয়েছে।

ঙ) মৌমাছি পালন বিষয়ক ম্যানুয়াল ৯০০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

চ) কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক ম্যানুয়াল ১৮০০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

ছ) প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও হ্যান্ডবুক ৪০০ কপি মুদ্রণ হয়েছে।

জ) আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ বিষয়ক ম্যানুয়াল ৯০০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

ঞ) ফসল উৎপাদনে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ৪৫০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

ট) নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ৪৫০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

ঠ) আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ৪৫০ কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে।

*** (ক - ঠ) পর্যন্ত মোট ৮,৯৫০ কপি ম্যানুয়াল মুদ্রণ করা হয়েছে।**

ড) সদস্য ফরম ৯০০০ কপি, নমিনি ফরম ১০,০০০ কপি এবং মাসিক আদায় সীট ২০,০০০ কপি মুদ্রণ হয়েছে।

ঢ) ব্রশিউর-লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচিতি ৩০০০ কপি, কোয়েল পালন ১,০০০ কপি এবং ড্রাগন ফল চাষ ১,০০০ কপি ব্রশিউর মুদ্রণ হয়েছে।

- প্রকল্পের সভা বাস্তবায়ন

ক) মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভা ০৯/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ৯জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

খ) সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বার্ডে প্রকল্প সমন্বয় কমিটির সভা ০৭/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ৬৯জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গ) বুড়িচং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বার্ডে প্রকল্প সমন্বয় কমিটির সভা ১১/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ৪৫জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।



লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম



লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে ধানবীজ বিতরণ



লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে উন্নতজাতের হাঁস ও মুরগির বাচ্চা বিতরণ

২। "বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পেরমেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ – জুন, ২০১৯

প্রকল্পেরবাজেট : ৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ

অর্থায়নকারীসংস্থা : জিওবি

প্রকল্পএলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বার্ডের ভৌত সুবিধাদি আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমসমূহের অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো সমূহকে শক্তিশালীকরণ।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টঃ

(ক) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার অটোমেশন;
(খ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা সম্মেলন কক্ষ-কাম শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ;
(গ) ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ;
(ঘ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ;
(ঙ) সুইমিং পুল নির্মাণ;
(চ) ০১টি কোস্টার, একটি জীপ ক্রয় এবং অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়।

বর্তমান অগ্রগতি:

- ❖ সম্মেলন কক্ষ ও ক্লাস রুম নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান।
- ❖ সুইমিং পুল নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান।
- ❖ হোস্টেল নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ শুরুর বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন।
- ❖ বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের লক্ষ্যে ফার্ম নির্বাচনের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পন্ন।
- ❖ ১টি কোস্টার, একটি জীপ গাড়ী ও একটি ট্রান্সফরমার ক্রয়া করা হয়েছে।
- ❖ প্রকল্পের পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

খ। বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (মশিআপুউ)

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০৪- জুন ২০১৮

প্রকল্প বাজেট : ২০.৬০ লক্ষ টাকা (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৮)

প্রকল্প পরিচালকের নাম: নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব)

প্রকল্প এলাকা : বার্ডের রাজস্বখাতভুক্ত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৮ মেয়াদে মোট ২০.৬০ লক্ষ টাকা-এর বাজেট বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্পটি পরিচালনা করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ১৯৯৯-জুন ২০০৪ পর্যন্ত ১২টি গ্রামে এবং বর্তমানে ২৪টি গ্রামে পূর্ববর্তী প্রকল্প কার্যক্রম পরিমার্জিত আকারে সম্প্রসারন এবং আরও বেগবান করার কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের পটভূমি : বার্ডের প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকেই মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বার্ড ১৯৬২ সনে গ্রামীণ নারীকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে বের করে আনা ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে, মহিলা শিক্ষা ও গৃহ উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মহিলাদের বিশেষ করে দরিদ্র্য মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে বর্তমানে কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বরুড়া ও বুড়িচং উপজেলায় ২৪টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ-Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP))

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠির মহিলা বিশেষতঃ সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র পীড়িত পরিবারের নারীদের উন্নয়নের মূল-স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদনবৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি মানবাধিকার ও আইনগত সুরক্ষা, মা ও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপঃ

খ) এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হলোঃ

(ক) নারীদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনে লাগসই প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) নারীদের আত্ম-নির্ভশীলতা অর্জনে পুঁজিগঠন, উদ্যোক্তা সৃজন, আয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

(গ) গৃহ, পরিবার এবং কম্যুনিটি পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধ, অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা, নিরাপদ মাতৃত্ব লাভ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং

(ঘ) সকল সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পরিষেবা প্রাপ্তিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্যায়ন ও কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পের বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম:

এই প্রকল্পের কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে মহিলা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধি, শিক্ষা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন। এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে গ্রামীণ নারী সমাজকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আইনগত সুরক্ষা ও অধিকার অর্জন করা সম্ভব এ ধারণা থেকেই এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারী মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণাটি সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিমাপন যেমনঃ আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং আয়ুস্কাল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসাবে মহিলাদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং তাদের নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানপূর্বক যথাযথ প্রযুক্তি স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মহিলা সংগঠনের আওতায় গ্রামের মহিলাদের টিপসই দেয়ার প্রচলন বন্ধ করে অক্ষর জ্ঞান, বর্ণ পরিচয়, দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ ইত্যাদি শেখানোর মাধ্যমে মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অন্তর্ভুক্তি এবং অবস্থানের হার বৃদ্ধিপূর্বক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম জোরদার করা হয। তাছাড়া গ্রামের মহিলাদের নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্মেলন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় উৎপাদনবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও সামাজিক অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল

- ❖ প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ;
- ❖ নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ণয়;
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় শেয়ার, সঞ্চয় ও কর্জ জমাদান;
- ❖ পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
- ❖ সাপ্তাহিক সভায় আয়বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা;
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা প্রকল্প কর্মকর্তার নিকট জমাদান;
- ❖ ঋণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;
- ❖ আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়-উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ;
- ❖ পণ্য প্রদর্শনী, বিক্রয় ও সমবায় মেলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা ;
- ❖ দাই কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক প্রতিকারমূলক ও রেফারেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা;
- ❖ গ্রাম কল্যান কর্মীদের দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত পরিবেশ গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ❖ আইন অধিকার ও নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্মেলন (গ্রামভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক কার্যক্রম পরিকল্পনা সম্মেলন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি)।

প্রকল্পের প্রভাব ও গুরুত্বঃ মশিআপুউ প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো গ্রামের দরিদ্র নারী। এ লক্ষ্যে মহিলাদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় ২৪টি গ্রামে সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান লাভ, ১০৮২ জন সদস্য ও ৯০৭টি পরিবার অন্তর্ভূক্তি পূর্বক পুজিঁ গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা, সেনিটেশন, প্রশিক্ষিত দাই সার্ভিস প্রদান, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের যত্ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গঠন ও সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির

ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এ কর্মকৌশলকে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাজে লাগিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মশিআপুউ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন :

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	অগ্রগতি ২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৮ পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯
১।	মোট সংগঠনের সংখ্যা	২৪ টি	২৪টি (১০০%)	২৪	২৪টি
২।	নতুন সদস্য ভূক্তি (জন)	২০ টি	১৫ জন (৭৫%)	১০৮২	১৫ জন
৩।	মোট পরিবার ভূক্তি (সংখ্যা)	২০ টি	১৫টি (৭৫%)	৯০৭	১৫টি
৪।	খ) নিজস্ব শেয়ার (টাকা)	৩,০০,০০০	২, ৬৮,৭৯৪ (৯০ %)	২৪,২৯,৩৮৩	৩,০০,০০০
	ক) নিজস্ব সঞ্চয় (টাকা)	৮,০০,০০০	৭, ৫২,১১৬ (৯৪ %)	৫৫,১০,৬৪৭	৮,০০,০০০
৫।	ক) নিজস্ব তহবিলের ঋণ প্রদান (টাকা/জন)	২২,০০,০০০ (২১০জন)	১৭,৬৩, ০০০ (৮০%) (১৩৩জন)	১,৭৬,২২,৬০০ (২৫২৭জন)	২২,০০,০০০ (২১০জন)
৬।	ক) নিজস্ব তহবিলের ঋণ আদায় (টাকা)	২২,০০,০০০ (২১০জন)	১৭,৬৩, ০০০ (৭৬%) (১৪৩জন)	১,৬২,৪৬,৬০০(৯০ %) (২৩৯৬জন)	২২,০০,০০০ (২১০জন)
৭।	খ) আবর্তনিক ঋণ প্রদান (টাকা)	-	-	১৩,৭৬,০০০/- (১৩১জন)	১৩,৭৬,০০০ /- (১৩১জন)
	খ) আবর্তনিক ঋণ আদায় (টাকা)	-	-	১৩,৭৬,০০০/- (১৩১জন)	১৩,৭৬,০০০ /-(১৩১জন)
৮।	ক) নিয়মিত পাক্ষিক ক্লাস (সংখ্যা/জন)	২৪টি (১১৫২জন)	২৪টি (১০০%) (১০৮৬জন)	৭৫৩টি (১৮,২০২জন)	২৪টি (১১৫২জন)
	খ) বিষয়ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ (সংখ্যা/জন) (উদ্যোক্তাউন্নয়ন,আইনীসহায়তা,প্রজননস্বাস্থ্য,তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত)	০৪ টি (১২০)	০৪ টি (১০০%) (১১৪)	৬৯ টি (৮১৭)	০৪টি ১২০জন
৯।	ক) স্বাক্ষরসংগ্রহ ক্যাম্পেইন,প্রতিযোগিতাওলোকজসাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠান (সংখ্যা/জন)	২৮ টি (১৬০০জন)	২৮ টি (১৬০%) (১৪০০জন)	২০৩ টি (৭০৮০জন)	২৮ টি (১৬০০জন)
	খ) শিক্ষায়উদ্বুদ্ধকরণ	১২৫জন	১২৭ জন (১০২%)	২৩৫৩ জন	১৫০জন
	গ) সাপ্তাহিকসভা ওবিশেষ গ্রাম সভা	১২৯০ জন	১১৪২ জন (৮৯%)	১৯৫৬৫ জন	১২৯জন
১০।	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	১১০০ জন	১০৯৮ জন (৯৯%)	৬৩৫৫ জন	১১০০জন
১১।	নলকূপ	২০০টি	২০৪ টি (১০২%)	৩২৫১ টি	২১০জন
	ক) সংগঠনে	৭০টি	৭৬টি (১০৯%)	১১৯৯ টি	৮০টি
	খ) গ্রামে	১৩০টি	১২৮ টি (৯৮%)	২০৫২ টি	১৪০টি
১২।	জলাবদ্ধ পায়খানা	২০০ টি	১৮২টি (৯১%)	৬৬২৯০জন	২০০টি
	ক) সংগঠনে	১০০ টি	৮২ টি (৮২%)	১২৪৫টি	১০০টি
	খ) গ্রামে	১০০ টি	১০০টি (১০০%)	৫০৪৫টি	১০০টি

ক্রঃ নং	প্রকল্প কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	অগ্রগতি ২০১৭-১৮	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৮ পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯
১৩	ক) ফলজ, ভেষজ ও কাঠ জাতীয় বৃক্ষরোপন	৯৮০০ টি	৯৭১০(৯৯%)	১০,০৯৫টি	৯,৯০০টি
	খ) শাক সবজি চাষ (খানার সংখ্যা)	৬৫০ টি	৬৫৪ টি (১০৬%)	৭৮২৩টি	৭০০টি
	গ) নার্সারী ও বীজতলা স্থাপন (সংখ্যা)	০৬ টি	০৫ টি (৮৩%)	৪১ টি	০৬টি
	ঘ) পুষ্টি উদ্যান	০৪টি টি	০৪টি টি (১০৬%)	৪০টি	০৪টি
১৪।	আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ক্যাম্পেইন	০১ টি	০১ টি (১০০%)	৪০ট	০১টি
১৫।	ক) উঠান বৈঠক	২২ টি	২২ টি (১১০%)	১৮৩ টি	২০টি
	খ) দ্বন্দ নিরসন সভা	০৩ টি	০৩ টি (১০০%)	৪৮ টি	০৩টি
১৬।	ক)প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা উপকরন তৈরী ও বিতরণ (IEC and BCC)	৪২০ টি	৪২৬ টি (১০২%)	৩৩৭১টি	৪৫০
	খ) গবেষণা পরিবীক্ষণ ও উইড প্রতিবেদন	৫২টি	৫১টি (১০০%)	৩১৩টি	৫২
১৭।	বার্ষিক সাধারণ সভা (সংখ্যা/জন)	০৮ টি (৬০০)	০৮ টি (১০০%) ৫৪৩জন (৯০%)	১০৮ টি (৬৬৪১জন)	০৮টি (৬০০জন)
১৮।	জাতীয় ও আমতর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও কর্মশালা (সংখ্যা/জন)	০৪ টি(৩০০জন)	০৪ টি (১০০%) (২০৩জন)	৭৩ টি (২৬৮০জন)	০৪ টি (৩০০জন)
১৯।	র‍্যালী ও প্রদর্শনী মেলা	০৩ টি(৩০০জন)	০৪টি (১০০%) (১৫৯জন)	৩৪ টি	০৩টি
২০।	বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন	০১ টি (২৫০জন)	০১ টি (১০০%)/ (২৫০জন)(৯৬ %)	১৯ টি (৪০৩০জন)	০১ টি (২৫০জন)



মশিআপুউ প্রকল্পভুক্ত রুপদ্দী গ্রাম সংগঠনে নারীদের তৈরীকৃত খাদ্য ও বীজ প্রদর্শনী



প্রকল্পভুক্ত দক্ষিণ রামপুর গ্রাম সংগঠনে নারী ও শিশু অধিকার সুরক্ষা ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক এডভোকেসি কর্মশালায় স্থানীয় আইনজীবী বক্তব্য দিচ্ছেন

২. পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৮

প্রকল্পের বাজেট : ৩.০০ লক্ষ (২০১৭-২০১৮)

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্প এলাকা : সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র: নং	প্রকল্প কার্যক্রম	জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮	
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	(UPMS) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা মনিটরিং করা	১০০%	১০০%
২	(UPMS) সফটওয়্যার-এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন, সফটওয়্যার আপডেট এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণ	১০০%	৮০%
৩	ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের প্রশিক্ষণ প্রদান	১ টি	১ টি (১০০%)
৪	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা	১	১ (১০০%)
৫	“কম্পিউটার হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স, নেটওয়ার্কিং, ট্রাবলশুটিং ও ফ্রিল্যান্সিং” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১টি	
৬	উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন	১০০%	৬০%



প্রকল্প কার্যক্রম অবহিতকরণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি



“কম্পিউটার হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স, নেটওয়ার্কিং, ট্রাবলশুটিং ও ফ্রিল্যান্সিং” বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

৩.“বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৮

প্রকল্পের বাজেট : ১০.৫৫ লক্ষ টাকা (২০১৭-১৮)

অর্থায়নকারী সংস্থা: বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) গাভী পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ
৩) গাভী পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র: নং	প্রকল্প কার্যক্রম	জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৮ অগ্রগতি
১	বার্ডের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং বার্ড ক্যাফেটেরিয়ায় দুগ্ধ সরবরাহ	চলমান রয়েছে
২	নেপিয়ার ও জাম্বো ঘাস এবং ভুট্টা উৎপাদন ও চাষ	চলমান রয়েছে
৩	১০টি বাছুর ক্রয়	প্রক্রিয়াধীন
৪	খামারে লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি সোনালী ও ফাউমি মুরগি পালন।	চলমান রয়েছে
৫	লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য হাঁস-মুরগি পালন, ও গাভী পালন বিষয়ে খামারে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	চলমান রয়েছে
৬	বাংলাদেশ ব্যাংক ও মিল্ক ভিটা হতে আগত দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীগণ খামার পরিদর্শন করেছেন।	--
৭	বর্তমানে ফার্মে ১০টি গরু রয়েছে।	--



লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য গাভী পালন বিষয়ে খামারে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ



বাংলাদেশ ব্যাংক ও মিল্ক ভিটা হতে আগত দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীগণ খামার পরিদর্শন করেছেন।

৪. "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট : ৪.০০ লক্ষ টাকা (২০১৭-২০১৮)
অর্থায়নকারী সংস্থা: বার্ড
অগ্রগতি:

- ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৭০৩ জন।
- ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৫,৯৬,২২৬/- টাকা।
- ঋণ দেয়া হয়েছে ৩৪,৩২,৩৭৪/- টাকা।
- ১৩টি সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকদের জন্য সমিতি ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।
- আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন ও মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন (২০১৭-১৮)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য যে, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

বার্ডে চলমান গবেষণা কার্যক্রমের শিরোনাম:

Sl. No.	Research Titles
1.	Micro Credit Operation by the Public Sector in BD: Origin, Performance and Replication.
2.	Ektee Bari Ektee Khamar (EBEK) Project: Challenges and Potentialities
3.	Understanding the Livelihood Pattern of the Migratory Labours: A Case of Comilla District of Bangladesh
4.	Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security
5.	Strengthening Comprehensive Village Development Programme (CVDP): Experiences, Rural Changes and Outline of Institutional Sustainability
6.	Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social Entrepreneurship Development
7.	Present Conditions of Homestead Plantation in Comilla: A Case Study on Comilla District
8.	Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
9.	Feasibility Study of Cooperative Marketing Project Under Bangladesh Cooperative Department
10.	Problems and Prospects of Khadi Industry
11.	Disabled Population in Rural Areas: An Assessment
12.	Role of Rural Correspondents in Community Development of Bangladesh
13.	Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh
14.	River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
15.	Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture

16.	Paradox and Dynamics of Women Leadership at the Grassroots Based Local Government: The Case of Union Parishad in Bangladesh
17.	Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project
18.	Changing Land Use Pattern of Some Selected Villages in Bangladesh
19.	Challenges and Potentialities of Youth Entrepreneurship Development in Rural Areas of Bangladesh: A Case of Two Districts
20.	Grievance Redress Management at Local Level in Bangladesh
21.	Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
22.	Changing Pattern of Public Administration in Rural Bangladesh
23.	Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
24.	Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
25.	Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত গবেষণার শিরোনাম:

Sl. No.	Research Titles
১.	Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh
২.	A Situation Analysis on the Water, Sanitation and Hygiene in Some Selected Areas of Bangladesh
৩.	Lives and Hopes of the People of Former Enelaves Inside Bangladesh: A Searchfor National Development and Integrity

২০১৭-১৮অর্থ বছরের বার্ডের সম্পাদিত প্রকাশনাসমূহ :

Sl. No.	Researchers/ Editors	Publications
Published		
১.	Ranjan Kumar Guha	Relationship of Farmers and Intermediaries on Vegetable Supply Chain in Bangladesh
২.	Md. Shafiqul Islam Ranjan Kumar Guha Abu Taleb	Performance and Opportunities of Upazila Central Cooperative Association (UCCA): An Analysis of Selected UCCAs
৩.	Junaed Rahim	Role of Rural Local Government in Service Delivery and Participatory Development: Case of Three Union Parishads
৪.	Dr. Kamrul Ahsan Fouzia Nasreen Sultana Rakhi Nandi	Proceedings of Seminar on Research Highlights 2017
৫.	The Journal of Rural Development. Volume-40, Number-2	
Under-Publication Procedure		
Sl. No.	**Researchers/ Editors**	**Publications**
১.	Dr. Md. Shafiqul Islam Anowar Hossain Bhuyan	Agricultural Practices, Problems and Potentials of Farmers in Comilla

Sl. No.	Researchers/ Editors	Publications
Published		
	Dr. Bimal C. Karmaker	
২.	ড. জিল্লুর রহমান পল কাজী সোনিয়া রহমান	ইউনিয়নডিজিটালসেন্টারেরজনসন্তুষ্টিওকার্যকারিতাবিশ্লেষণ: চট্টগ্রামবিভাগেরউপরএকটিসমীক্ষা
৩.	Dr. M. Kamrul Hasan Sk. Mashudur Rahman Md. Abdul Mannan	Family Planning Activities and Behaviour: Study on Four Villages in Bangladesh
৪.	Dr. M. Kamrul Hasan Sk. Masudur Rahman Farida Yeasmin	Remittance Flow and Its Impact on Rural Households: A Situation Analysis of SIx Villages in Bangladesh

সম্প্রতি গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে গত ১৩-২৯ মে ২০১৮ সময়ে "Research Methodology for Social Researchers" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নবীন গবেষকদের একটি আধুনিক কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ সফটওয়্যার যেমন: SPSS, Stata, R ব্যবহার মাধ্যমে সংখ্যাগত ও গুণগত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পুর্ণাঙ্গ গবেষণা পরিচালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ১৬ জন অংশগ্রহণকারী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।



"Research Methodology for Social Researchers"কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ও অনুষদ সদস্যগণের সাথে বার্ডের মহাপরিচালক

সম্প্রতি বার্ড গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে "উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ফেলোশীপ" কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় পিএইচডি, এম.ফিল ও প্রফেশনাল গবেষণার ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে প্রফেশনাল, এম.ফিল ও পি-এইচডি ফেলোশীপ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ০৭ মে ২০১৮ অর্থবছরে ফেলোশিপের জন্য আবেদনকারীগণ হতে চুড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

১.পটভূমি

সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে "সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি"-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু দ্বি-স্তর সমবায়ভিত্তিক যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ১৯৭২ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১

এর মূল উদ্দেশ্য 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন' এর মহতী কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি নিয়োজিত রয়েছে। বিআরডিবি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বি-স্তর সমবায় তথা কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প দেশব্যাপী সফলভাবে বাস্তবায়নে লিড এজেন্সি হিসেবে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া কুড়িগ্রামসহ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিআরডিবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তিনটি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক সংস্থার সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'লিংক মডেল' বিআরডিবি'র কার্যক্রমে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে। বিআরডিবি'র কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% উল্লেখ করা হয়েছে।

২. বিআরডিবি'র পাঁচ দশক

ষাটের দশকের শেষ ভাগে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন সফল করার লক্ষে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য ড. আকতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্ব নন্দিত কুমিল্লা মডেলের ''দ্বিস্তর সমবায় ব্যবস্থাপনা যা ১৯৭১ সনে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) নামে জাতীয়ভাবে চালু করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সারা দেশে আইআরডিপি'কে সম্প্রসারিত করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে আইআরডিপি'র গৃহিত কার্যক্রম দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আইআরডিপি'র সফলতা লক্ষ্য করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকার্তাকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সনে আইআরডিপি'কে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রুপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থাকে পুনরায় আইআরডিপিতে পরিবর্তন করা হয়। সত্তর থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে একক নেতৃত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে তাঁদের প্রশিক্ষণ, পূঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আইআরডিপির ব্যাপক ভূমিকা পালনের কারনে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি উন্নয়নের স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি ও বেকার যুবকদের সৃজনশীল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। ১৯৮০ সালে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে আইআরডিপি'র সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী আইআরডিপি'র সাফল্যকে আরও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে আইআরডিপি থেকে **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)** গঠিত হয়।

আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্যতা আনয়ন করে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। আশির ও

নববই দশকে বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরন করে কৃষি উৎপাদনেনববিপ্লবঘটায়।আশিরদশকথেকেসিডা, ডানিডা, ইউকে, এডিবি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ফাও, বিশ্বব্যাংক, নোরাড, ইউএনডিপি, জাইকা ইত্যাদি দাতা সংস্থা বিআরডিবি'র সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে। ১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে **''লিংক মডেল''**নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করা হয় যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নব্বই দশকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা(এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণসহ পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করায় বিআরডিবি কৌশলগত দিক থেকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হয়। ১৯৯২ সালে তৎকালিন সরকার ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করলেও দেশের সকল কৃষি ঋণ গ্রহিতার মতো বিআরডিবি'র সমবায়ী সদস্যরা আইনের ঘোর প্যাঁচে ঘোষনা অনুযায়ী কৃষিঋণ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সমবায়ীগণ সরকারের কৃষিঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতির প্রেক্ষিতে পূর্বের গৃহিত ঋণ পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে ব্যাপকভাবে ঋণ খেলাপী প্রবণতা তৈরী হয় এবং অধিকাংশ ইউসিসিএ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সার্বিকভাবে ঋণ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে গতিশীল করার লক্ষে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারী খাতের জন্য উম্মুক্ত করে দেয়ার ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগ **''সেচযন্ত্র বিতরন''**কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি নিজের অস্তিত্ব টিকে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নববই দশকে এসে বিআরডিবি তাঁর ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে এবং মারাত্মক ইমেজ সংকটে পতিত হয়।

পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে প্রদত্ত মঞ্জুরী ৩২০.০০ কোটি টাকায় বিআরডিবি ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সরকারী সংস্থা এবং দারিদ্র হ্রাসে সরকারী মোট ঋণের ৬৭% ঋণ যোগান দিয়ে থাকে। সরকারী ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৪টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এঁর গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহিত রূপকল্প-২০২১ অনুসরণে গৃহিত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উদকনিক, এমসিপিপিএম প্রকল্প'', ইরেসপো, আইডিয়েল, সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প, পিআরডিপি-৩ ইত্যাদি প্রকল্প। এছাড়া দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যপূরণে মাঠ পর্যায়ে ''একটি বাড়ি একটি খামার'' বাস্তবায়নে বিআরডিবি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

ক্রঃ নং	পর্ষদ বিবরণ	পদবী	সংখ্যা
০১	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	০১
০২	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	ভাইস- চেয়ারম্যান	০১
০৩	সিনিয়র সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য	০১
০৪	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	সদস্য	০১
০৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা।	সদস্য	০১
০৬	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া।	সদস্য	০১
০৭	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।	সদস্য	০১
০৮	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।	সদস্য	০১

ক্রঃ নং	পর্ষদ বিবরণ	পদবী	সংখ্যা
০৯	কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য	০৪
১০	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান	সদস্য	০১
১১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য	০১
১২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব	০১

২.১ বিআডিবি'র ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ "মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত পল্লী"

মিশনঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি,বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

৪. এক নজরে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিআরডিবি'র কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৭-২০১৮ বছরে অগ্রগতি	মন্তব্য
ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম			
১	সমিতি/দল গঠন	১,৫২০ টি	
২	সদস্য ভর্তি	৭৬,৭৭০ জন	
খ) মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রম			
৩	শেয়ার জমা	৪২৭.৫৯ লক্ষ টাকা	
৪	সঞ্চয় জমা	৪২৪৫.৫২ লক্ষ টাকা	
৫	ঋণ বিতরণ	১২৫২২৫.৫৮ লক্ষ টাকা	
৬	ঋণ আদায়	১১৩৮৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা	
৭	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৪,৪৩,৩০৯ জন	
গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			
৮	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান		
৯	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৪,৫৩,৪৬০ জন	
ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম			
১০	মোট বৃক্ষ রোপন	২০৪.১৬ লক্ষ	
১১	হাঁস-মুরগী টিকাদান/প্রতিষেধক	২.৯৩ লক্ষ	
১২	মৎস্য চাষ	১১.৫৭ লক্ষ	
১৩	নারিকেল চারা রোপন (সংখ্যা)	২.৫১ লক্ষ	
১৪	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন	৩৬,৪২০ টি	
১৫	উন্নত চুল্লীর ব্যবহার	৮৭২ টি পরিবার	

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরণ ও নাম	২০১৭-২০১৮ বছরে অগ্রগতি	মন্তব্য
ঙ) অন্যান্য কার্যক্রম			
১৬	ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মণ (পিআরডিপি-৩)	৩,৫৩৯টি	

৫. বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে; যথা- সরেজমিন বিভাগ, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৫.১. সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম

সরেজমিন বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি হয়ে থাকে। সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন ৭টি শাখা রয়েছে; যথা ১. সমবায় শাখা ২. ঋণ শাখা ৩. সেচ শাখা ৪. সম্প্রসারণ শাখা ৫. বাজারজাতকরণ শাখা ৬. বিশেষ প্রকল্প শাখা ও ৭. মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সরেজমিন বিভাগে একজন পরিচালক, তিনজন যুগ্ম পরিচালক ও ছয়জন উপ-পরিচালক কর্মরত আছেন।

৫.২. পরিকল্পনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ বিভাগ

বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ মনিটরিং এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ বিভাগে একটি পরিচালক, দুইটি যুগ্ম পরিচালক ও চারটি উপ-পরিচালকের পদ রয়েছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বিআরডিবি'র তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুমোদনসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমন্বয় সাধন করা এ বিভাগের কাজ। এ বিভাগে একজন পরিচালক ও একজন উপ-পরিচালক কর্মরত আছেন।

৫.৪ প্রশাসন বিভাগ

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কর্মী ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) সহ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব। এ বিভাগ একজন পরিচালক, একজন যুগ্ম পরিচালক ও দুইজন উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রশাসন বিভাগের আওতাধীন ৫ টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যেমন- (১) পার্সোনেল শাখা, (২) শৃঙ্খলা উপশাখা (৩) পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা (৪) সাধারণ পরিচর্যা উপশাখা ও (৫) যানবাহন উপশাখা।

৫.৫ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম যাবতীয় কার্যাদি অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বিভাগের আওতাধীন ৫টি শাখা/উপশাখা রয়েছে; যথা- (১) অর্থ ও বাজেট শাখা, (২) হিসাব শাখা, (৩) নিরীক্ষা শাখা, (৪) পরিদর্শন শাখা এবং (৫) পেনশন (অর্থ) উপশাখা। এ বিভাগ একজন পরিচালক, দুইজন যুগ্ম পরিচালক এবং চারজন উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

৬. এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ পরিচিতি

এক নজরে বিআরডিবি'র ২০১৭-২০১৮ বছরের এডিপি

- প্রকল্প সংখ্যা : ৫টি
- মোট সংশোধিত বরাদ্দ : ১৯৬৮৫.১১ লক্ষ টাকা
- মোট ছাড় : ১৮৯৩০.১১ লক্ষ টাকা
- মোট ব্যয় : ১৮৫১১.৩৩ লক্ষ টাকা
- ব্যয়ের হার : ৮০.৩২% (বরাদ্দের বিপরীতে)

৬.১ এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

৬.১.১ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৮
প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;
খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

৬.১.২ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৬৯৫১.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি ও ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৮
প্রকল্প এলাকাঃ ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের পুঁজি গঠন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান;
খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিত্তহীনদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
গ) দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান, আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন;
ঘ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সংগঠন ইউবিসিসিএর আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন;
ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিপূর্বক সরকারের PRS এর লক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন;
চ) সরকারের PRS, MDG's এবং উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে ৩৬০০০০ বিত্তহীন সদস্যদের আয় বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

৬.১.৩ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৪৮৭.৫৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - মার্চ/২০১৯

প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস;

খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সকল মৌসুমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

গ) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি;

ঘ) গরীব উৎপাদনকারীদের তৈরি পণ্যের জন্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;

ঙ) স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে অকৃষি ও অন্যান্য কার্যক্রমে নিয়োজিতকরণ।

৬.১.৪ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

খ) গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

গ) গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত;

চ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসেবে পরিণত করা;

ছ) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

জ) গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।

৬.১.৫ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ০৭ (সাত) টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১) দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গাইবান্ধা জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

২) প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলায় মানব সংগঠন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

৩) কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪) পল্লী অঞ্চলের জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৫) মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টি।

৬) চরাঞ্চলের জনগণের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ উপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা।

৭) স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে পুঁজি সরবরাহ।

৬.২ অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচিপ্রকল্পের নাম/	প্রকল্প এলাকাও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	সার বিতরণ ও ঋণ কার্যক্রম	**এলাকাঃ** ২০ জেলার ২২ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৭৯ হতে জুন ১৯৮৭ পর্যন্ত	১৭৩ ৭২.লক্ষ টাকা (ইউএনডিপি/এফএও)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
২	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	**এলাকাঃ** ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৩	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	**এলাকাঃ** ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার মোট ২০টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩পর্যন্ত	৩৪১৪১.লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৪	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**এলাকাঃ** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯৯৪১.৭৮লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** নির্বাহী পরিচালক
৫	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**এলাকাঃ** ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	**১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)**	**বাস্তবায়নেঃ** প্রকল্প পরিচালক
৬	টাঙ্গাইল জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার প্রকল্প	**এলাকাঃ** টাঙ্গাইল জেলায় ১১টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯৪ হতে জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত	২১৮.০০লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	**এলাকাঃ** জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ১৯৯৬ হতে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত	২৬.০০লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৮	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** প্রকল্প পরিচালক
৯	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি	**এলাকাঃ** দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৪ টি	১৮৪.২৫ কোটি টাকা	রাজস্ববাজেটের আওতায়অনুন্নয়ন

ক্রঃ নং	কর্মসূচিপ্রকল্পের নাম/	প্রকল্প এলাকাও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
	(সদাবিক)	উপজেলা **মেয়াদঃ** ২০০৩ সাল হতে চলমান	(জিওবি)	খাতে ছাড়কৃতআবর্তকঋণ তহবিল **বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
১০	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২২.৩৮লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নেঃ**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
১১	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি(গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা

৬.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কিন্তু বিআরডিবি'র মাধ্যমে পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচি

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ওমেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	**এলাকাঃ** পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা, (জিওবি)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	**এলাকাঃ** হাট হাজারী-চট্টগ্রাম,ফকিরহাট-বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।(প্রতিটিউপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬.০২ লক্ষ টাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** প্রোগ্রামিং শাখা,পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণবিভাগ
৩	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	**এলাকাঃ** ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৪	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	**এলাকাঃ** বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩৭৫০.০০লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ওমেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
৫	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	**এলাকাঃ** ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা **মেয়াদঃ** এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯.২৭ ০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৬	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	**এলাকাঃ** ৫৩টি জেলার ১৩২টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১১.৭৬ কোটি টাকা (জিওবি)	**ভূমি মন্ত্রণালয়**	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

৭. বিআরডিবি'র অধীনে পরিচালিত নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	যোগাযোগ	মন্তব্য
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	খাদিমনগর, সিলেট	পরিচালক ০৮২১-৭৬০৪০৪ drbrdti@brdb.gov.bd	
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	মাইজদী, নোয়াখালী	০৩২১-৬১০৫৬	
৩	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডব্লিউটিসি)	টাঙ্গাইল	০৯২১-৬৩৬৯৭	

৮. বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবির বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৮টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।



৮. প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টারসমূহ

ক্রঃ নং	ডিসপ্লেন্স সেন্টারের নাম	ঠিকানা/অবস্থান	প্রতিষ্ঠার তারিখ	উদ্যোক্তা প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	কারুপল্লী	পল্লী ভবন ৫,কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫	২৭/০৪/৮৯	বিআরডিবি-জাইকা এর যৌথ উদ্যেগে	বিআরডিবি'র সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ কারুপল্লীর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হয়
২	প্রদর্শন ও পণ্য উন্নয়ন কেন্দ্র (কারম্নগৃহ)	রেড ক্রিসেন্ট মার্কেট আলীপুর, ফরিদপুর	০৪/০১/১৯৯৯	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা হয়
৩	ওমেন ফ্যাশন হাউজ ''শান্তি''	ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৩/০৯/২০১৩	বিআরডিবি-কোইকা যৌথ উদ্যেগে	
৪	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	ধাপ ক্যান্ট রোড চেকপোষ্ট,রংপুর	১০/০২/২০১৩	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	

ক্রঃ নং	ডিসপ্লেন্স সেন্টারের নাম	ঠিকানা/অবস্থান	প্রতিষ্ঠার তারিখ	উদ্যোক্তা প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
	কর্মসূচি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র			প্রকল্প (উদকনিক) -২য় পর্যায়	
৬	পল্লী বাজার, ঢাকা	পল্লী কানন কমপ্লেক্স প্লট নং-০৯, সেক্টর-০৮ উত্তরা, ঢাকা	২৪/০৬/২০১৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	
৭	পল্লী বাজার, যশোর	ড্রিমপ্লাজা, ৩৭ হাজী মোহাম্মদ মহসীন রোড, দড়াটানা, যশোর	৩০/০৬/২০১৫		
৮	পল্লী বাজার, খুলনা	হাজী এ মালেক চেম্বার ৮০ যশোর রোড, খুলনা	০৪/০৮/২০১৫		

৯. বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত চিত্র

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষণা সংস্থা ও দল কর্তৃক বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিগত দশ বছরে বিআরডিবির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: পজীপ এর অভিঘাত নিরূপণ (Impact study)। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০০৬	(১) সরকারের 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র' এর লক্ষ্য অর্জনে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা উচিত। (২) প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।
২	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবির কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড় চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবির অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
৩	সমীক্ষার নাম:'দ্বি-স্তর' সমবায় ব্যবস্থার মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান:আইএআরডি সময়: ২০১০	(১) সত্তর থেকে আশির দশকে টিসিসিএ ও কেএসএস এর মাধ্যমে ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিআরডিবির অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।
৪	সমীক্ষার নাম: জনসেবার মানোন্নয়নে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের অভিঘাত নিরুপন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১০	(১) জনসেবার্থে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবার মান বৃদ্ধিতে পিআরডিপি-২ প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। (২) হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে জনগণকে উৎসাহী করতে জোরালো ভূমিকা পালনকরছে। (৩) ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভানুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।

ক্রঃনং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
৬	সমীক্ষার নাম: সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির অভিঘাত নিরূপণ। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: স্টারলিং ইউনির্ভাসিটি, ইউকে। সময়: ২০১১।	(১) সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বিআরডিবি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করে যাচ্ছে; (২) ভূমিহীনদের তুলনায় প্রান্তিক কৃষক সম্প্রদায় বিআরডিবির ঋণ সুবিধা বেশি পাওয়ায় কৃষি উন্নয়নে বিআরডিবির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, (৩) নেতৃত্ব বিকাশে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সমাজ উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জন অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে; (৪) অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বিআরডিবির সুবিধাভোগীগণ ক্ষুদ্রঋণের টাকা অধিক হারে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে থাকে।
৭	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-২ এর অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১২	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, গ্রাম কমিটি সভা ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমেকর্মএলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিপাচ্ছে; (২) বিআরডিবির কর্ম এলাকার জনগণ কর্ম এলাকার বাইরের জনগণের চেয়ে অধিক পরিমানে সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থার সেবা পেয়েছে; (৩) গ্রামবাসী, সরকারি/বেসরকারি সেবা সংস্থা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সহজেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।
৮	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পেরপ্রশিক্ষণকার্যক্রমঅপেক্ষাকৃতভালো।বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।

১০. উপকারভোগীদের কিছু সফল কাহিনী

১০.১ সফলতার কাহিনীঃ মাকসুদা বেগমের দরিদ্র জয়ের গল্প

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	সমিতির নাম	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
মাকসুদা বেগম	খালিয়া মহিলা বিত্তহীন দল	পিইপি	রাজৈর	মাদারীপুর

চরম দারিদ্র ও অর্থ কষ্টে যখন নিমজ্জিত তখনই মাকসুদা বেগম এর পরিচয় ঘটে পিইপির মাঠ কর্মির সাথে। তার পরামর্শে ভর্তি হন পিইপির নিয়ন্ত্রাধীন মহিলা বিত্তহীন দলে। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু হয় নতুন জীবনের সংগ্রাম।

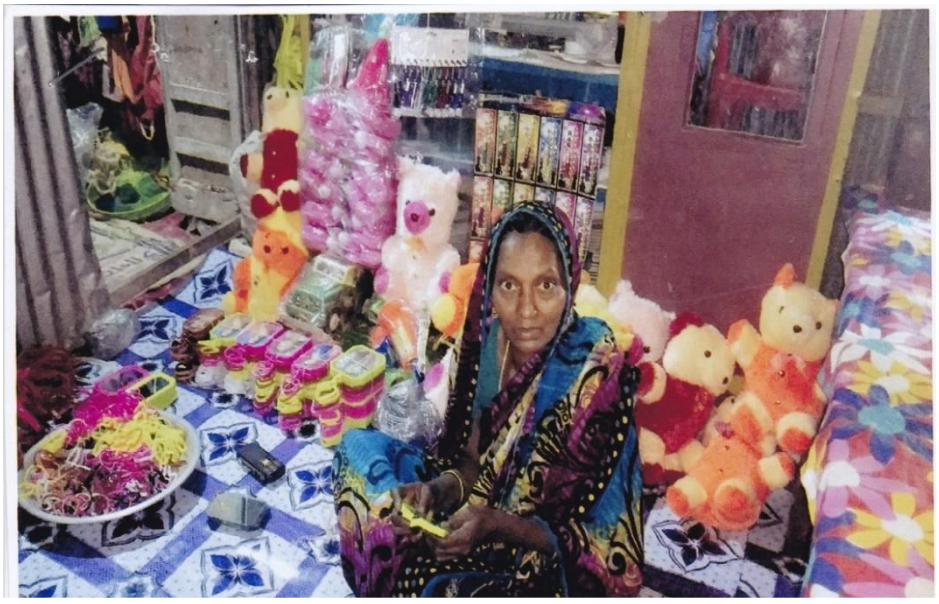

মাকসুদা বেগমের নিজস্ব কারখানায় বিভিন্ন ধরনের পুতুল ,ছোটদের খেলনা ও শো পিচ ইত্যাদি পন্য তৈরি করছেন

মাকসুদা বেগম, স্বামী খোকন মীর, গ্রাম- নয়া কান্দি, ডাকঘর- খালিয়া, রাজৈর, মাদারীপুর এর কথাই বলছি। মাকসুদা বেগম দিন মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সংসারে অভাব অনোটন লেগেই থাকতো। নিজস্ব কোন পুঁজি ছিল না। এর মধ্যে পরিচয় হয় পিইপির মাঠ কর্মির সাথে। তারই পরামর্শে ১.৯.১৯৯৬খ্রিঃ তারিখ সদস্য হন রাজৈর উপজেলার নিয়ন্ত্রনাধীন খালিয়া মহিলা বিত্তহীন দলের। শুরু হয় নতুন জীবন।

দলে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে ১৪০৬২ টাকা সঞ্চয় জমা করেছেন। সচেতনতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ছাড়াও নেতৃত্বের বিকাশ, হিসাব সংরক্ষণ ও পারিবারিক আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। দলের মধ্য থেকে পিইপি ঋণ নিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক পুতুল ও খেলনা তৈরী কার্যক্রম শুরু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় গ্রামে গ্রামে এবং বিভিন্ন মেলায় তার স্বামী ফেরি করে পুতুল ও খেলনা বিক্রি করতেন। দিন দিন তার কাজের মান ও পরিমান বাড়তে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পুতুল ,ছোটদের খেলনা ও শো পিচ তৈরী করে তা তার স্বামীসহ তিন পুত্র বিভিন্ন দোকানে পাইকারী সরবরাহ দিচ্ছেন। বর্তমানে মাসে প্রায় ৫৫০০০-৬০০০০ টাকা আয় করে থাকে। বর্তমানে মাকসুদা বেগম পিইপি রাজৈর অফিস থেকে ৬০০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবহার করেছেন। মাকসুদা বেগমের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি এখন সামাজিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহন করেন। এক মেয়ে কলেজে লেখাপড়া করছে।

কঠিন পরিশ্রম ও ইচ্ছা শক্তির কাছে কোন বাধাই বাধা নয় প্রমান করেছেন মাকসুদা বেগম। পিইপির সহায়তায় মাকসুদা বেগমের সাফল্যে এলাকার বিত্তহীন জনগনের নিজেদের প্রতি আস্থার মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।

১০.২ সফলতার কাহিনীঃ একজন সংগ্রামী নেতার দরিদ্রতা জয়ের কাহিনী

সদস্য পরিচিতি

সদস্যের নাম	সমিতির নাম	কর্মসূচির নাম	উপজেলা	জেলা
খোকন মিয়া	পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে দলগঠন	পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	ব্রাক্ষণপাড়া	কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলার ব্রাক্ষণপাড়া উপজেলা হতে মাত্র ৪ কিঃমিঃ উত্তরে অবস্থিত চান্দলা ইউনিয়নের অন্তগত একটি গ্রামের নাম বড়ধুশিয়া। এ গ্রামেই এক কৃষক পরিবারের সন্তান খোকন মিয়া। খোকন মিয়ার ২ ছেলে ২ মেয়ে। সংসার বড় হওয়ায় সংসারের অভাব অনটন নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। কিভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে অতিরিক্ত আয়ের পথ সৃষ্টি করা যায় এই ইচ্ছা তাকে উদগ্রীব করে তোলে।

এসময় একদিন সে জানতে পারে যে, বিআরডিবি এর আওতায় পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে দলগঠন করে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হয়। তার বহুদিনের লালিত আশা পূরনের উদ্দেশ্যে বিআরডিবি অফিসে পদাবিকের মাঠ সংগঠকের নিকট যায়।



বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাঁচা তৈরিতে ব্যস্ত খোকন মিয়া

তারপর তিনি পদাবিকের নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে বড়ধুশিয়া গ্রামে ২০০৫ সালে একটি পুরুষ দল গঠন করেন। সদস্যগণ নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে ৮ সপ্তাহ পরে দলের স্বীকৃতি লাভ করে। দলের সদস্যদের সম্মতিক্রমে খোকন মিয়া দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হন।

প্রথমবার সে ৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করে পার্শ্ববর্তী চান্দলা বাজার থেকে ৪০০০ টাকার বাশ ক্রয় করে। উক্ত বাঁশ দিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের খাঁচা তেরি করেন। একাজে তাকে সহায়তা করতো তার স্ত্রী খেদেজা বেগম ও সন্তানেরা। প্রতিদিন সে ৭/৮ টি খাচা ও ঝুড়ি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে প্রতিদিন ৫০০/৬০০ টাকা আয় করে । এভাবে সে সপ্তাহে ৫০/৬০ টি ও ঝুড়ি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে ৩৫০০/৪০০০ টাকা আয় করে। উক্ত আয়ের টাকা দিয়ে সে পদাবিকের সাপ্তাহিক কিস্তি চালিয়ে যায় এবং পরিবারের খরচ চালিয়ে যান। এভাবে বিআরডিবির পদাবিক হতে ১২ দফায় সর্বমোট সে ২৪০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা সেবামূল্য সহ পরিশোধ করেন। বর্তমানে সঞ্চয়ের পরিমান ১২,০০০ টাকা। সে এ কাজ করে সংসার চালানোর পাশাপাশি মেয়েদের জন্য ঘরে সেলাই মেশিন ক্রয় করে সেলাইয়ের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন।তাঁর বড় ছেলে অনার্স পাশ করে সরকার প্রাইমারি স্কুলে চাকুরী করছে। তাঁর সংসারে এখন কোন অভাব নেই। বর্তমানে তিনি তিন লক্ষ টাকার মালিক। তিনি এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও আর্সেনিক মুক্ত টিউবয়েল ব্যবহার করছেন।তিনি বিআরডিবি পদাবিকের মাধ্যমে তাঁর জীবনের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। বর্তমানে খোকন মিয়ার পরিবার সকলের জন্য প্রেরণার উৎস।

১১. ফটো গ্যালারি (বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কিছু চিত্র)



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার নিচ্ছেন বিআরডিবিভূক্ত কাশিমনগর বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ ইউনুস আলী



পরিকল্পনা বিভাগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সভা



ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ



ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভায় মহাপরিচালক, বিআরডিবি।



সুবিধাভোগীদের মাঝে টিউয়েল বিতরণ করছেন জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক (বিআরডিবি), রাজবাড়ী



সমবায়ীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করছেন উপপরিচালক, মানিকগঞ্জ



এম্ব্রোডারিং প্রশিক্ষণে সমবায়ী



মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় শহীদ মিনারে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন।

৪.৪ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্র পীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই। তাঁর একান্ত ঐকান্তিক ইচ্ছা/প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে একাডেমী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ১০নং আইনের দ্বারা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। বর্তমানে আরডিএ সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ সালের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে একাডেমীর নিজস্ব, বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মোট ৩২৪টি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১৬,৯২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১২,৬২৬ জন পুরুষ এবং ৪২৯৪ জন মহিলা।

গবেষণা কার্যক্রম

একাডেমীর মূল কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা অন্যতম। পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কৃষি ও পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণার কৌশল নির্ধারণ করা গবেষণার মূল লক্ষ্য। এছাড়া, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীতেও গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করা হয়। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষকদেরকেও সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ২৮টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রায়োগিক গবেষণা

একাডেমী, বগুড়া বিগত প্রায় তিন দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একাডেমী গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২২টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির মধ্যে জিওবি'র অর্থায়নে এডিপিভুক্ত ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, একাডেমীর স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত প্রদর্শনী খামারের ৮টি ইউনিট এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ৭টি বিশেষায়িত সেন্টার এর মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সরকার চলতি অর্থবছরে একাডেমীর মাধ্যমে ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত প্রকল্প/কর্মকান্ড বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এডিপিভুক্ত চলমানপ্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(১) যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (M4C) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।

(২) ''গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ'' সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(৩) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।

(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

(৫) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

(৬) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

(৭) সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

(১) মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (M4C)

বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি'র অর্থায়নে মোট ৯২৬২.৮৫ (জিওবি-১৩৬৩.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৮৯৯.৮৫ লক্ষ) লক্ষটাকাপ্রাক্কলিতব্যয়েমে, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদী একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরি সহায়তাধর্মী চলমান প্রকল্প। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনজীবনে মারাত্মক হুমকীর সৃষ্টি হচ্ছে। চরাঞ্চলগুলো নদী বেষ্টিত এবং মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যোগাযোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। চরের এই ভৌগলিক বিপর্যয় এবং মূল-ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ব্যাপক প্রভাব ফেলে যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থাপনা তথা চরগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তদুপরি, চরগুলো অনেকগুলি কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে আকড়ে ধরে আছে। যার ফলে চরগুলো শস্যভান্ডার হিসেবে খ্যাত। উৎপাদিত খাদ্য শস্যই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়ের অন্যতম উৎস এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের নিরাপদ ক্ষেত্র। কিন্তু চরাঞ্চলে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা না থাকায় উৎপাদিত

কৃষি পণ্যের ন্যার্যমুল্য নিশ্চিত হচ্ছে না। ফলে দিন দিন চরবাসীদের চরম দারিদ্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিপর্যয়সহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

M4C প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু জেলার চরে বসবাসকারীদের দারিদ্রতা ও বিপর্যয় হ্রাস করা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এর সম্পদ হস্তান্তর কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চর উৎপাদকদের কর্মকান্ডকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মোট ১০টি জেলার (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারি, টাঙ্গাইল এবং পাবনা) চরাঞ্চল।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৯,২৬২.৮৫ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৭,৮৯৯.৮৫ লক্ষ; জিওবি-১,৩৬৩.০০ লক্ষ)
জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৭৭০১.৭২ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-৬৬৩৮.৫৪ লক্ষ; জিওবি-১০৬৩.১৮ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরে সংশোধিতবরাদ্দ	:	১,৫৯০.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-১,১৮৬.০০ লক্ষ; জিওবি-৪০৪.০০ লক্ষ)
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৪৫.৩৭ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য-১০৭৮.৬৯ লক্ষ; জিওবি-৩৬৬.৬৮ লক্ষ)

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের সহযোগী চারটি কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জুলাই/১৭- মে/১৮ মাস পর্যন্ত চরাঞ্চলে সর্বমোট ৯.৪৮ কোটি টাকা মূল্যের মানসম্মত কৃষি উপকরণ বিক্রি করেছে।
- প্রকল্পের সহযোগি গো খাদ্য সরবরহকারী প্রতিষ্ঠান এসিআই গোদরেজ জুলাই/১৭-জুন/১৮ মাস পর্যন্ত চরাঞ্চলে ১,৬৭১মে: টন উন্নতমানের গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রয় করেছে।
- প্রকল্পের সহযোগিতায় জুলাই/১৭- জুন/১৮ পর্যন্ত অংশীদার এনজিও গাক, এনডিপি, ইউনাইটেড ফাইন্যান্স, এসকেএস ফাউন্ডেশন ও ব্রাক এর মাধ্যামে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রামে ১১,৮০৭ জন কৃষকের মাঝে ৩৩.০৩ কোটি টাকা মৌসুমি ঋণ প্রদান করেছে।
- প্রকল্পের সহযোগিতায় ৬৬ জন ভুট্টা মাড়াই সেবাদানকারী ৫,৩১১ জন চাষীকে ভুট্টামাড়াই সেবাদান করেন। এছাড়া ৯ জন উন্নত পিঁয়াজ সংরক্ষনের জন্য উন্নত মাচা প্রস্তুতকারী ৯৪ কৃষকের মাঝে ৯৪টি মাচা প্রস্তুত করে, যেখানে প্রায় ১,৩৬৩ মন পিঁয়াজ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চরাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাণ গ্রুপের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়, ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত ২৫৯ মেট্রিক টন মানসম্মত আলু ও ১১০ মেট্রিক টন মরিচ ক্রয় করে এবং কৃষকদেরকে ব্যবসায়িক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণ ৫টি কৃষি হাব চালু করেছে।

(২) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লীজনপদ’ নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

- কৃষি জমি অপচয় রোধ ও পল্লীবাসীর জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া “গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ” সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি জমি অপচয়রোধ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমানের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগে একটি করে মোট ০৭টি এলাকায় পাইলট আকারে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৪২৪৩৩.৭৮ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ সরকার- ৩৬,২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও সুবিধাভোগী- ৬,১৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা)
জুন২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪৩৮৬.১৮ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩,১৯১.৪২ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) বহুতল বিশিষ্ট (৪ তলা) ৭টি আবাসনের জন্য ভবন নির্মাণ;

খ) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত ৭টি ভবন নির্মাণ (৩ তলা);

গ) সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন;

ঘ) নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;

ঙ) পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও টয়লেট ফ্লাশ কাজে ব্যবহার ;

চ) অগ্নিনির্বাপকের সুযোগ এবং পরিবেশ উন্নয়নে জলাধার/লেক নির্মাণ;

ছ) রন্ধনকাজে বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন;

জ) বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে প্রাপ্ত সার থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদন এবং বিপণন;

ঝ) সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; এবং

ঞ) উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।



কৃষি জমি সাশ্রয়ী ও আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক পল্লী জনপদ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- রংপুর বিভাগের রংপুর সদর উপজেলার নিয়ামত মৌজার পান্ডারদিঘি, রাজশাহী বিভাগের শাজাহানপুর উপজেলার জামালপুর মৌজায় এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার আড়পাড়া ও হরিদাসপুর মৌজার হরিদাসপুর গ্রামে পল্লী জনপদ ভবনের নিমার্ণ কাজ চলছে।
- খুলনা বিভাগের খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার খোলাবাড়ীয়া গ্রামে পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণের পাইলিং এর কাজ চলমান।
- সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বদুহাজি গ্রামে পল্লী জনপদ ভবন নির্মাণের জন্য সীমানা চিহ্নিত করে মাটি পরীক্ষা কাজ প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি বালি ভরাটের কাজ চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রাম বিভাগে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরপাকুল গ্রামের বঙ্গবন্ধু বাজার সংলগ্ন জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে ।
- বরিশাল বিভাগের আওতায় পল্লী জনপদ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা সম্ভব না হলেও ইতোমধ্যে ২/৩টি এলাকার সম্ভব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রকল্প এলাকা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে।

(৩) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন থেকেই পানি ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশে আশির দশকের পূর্বে স্থাপিত প্রতি ঘন্টায় ২ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলনক্ষম একটি গভীর নলকূপ থেকে মাত্র ৪০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতো। আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত এইরম্নপ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন করার ফলে পূর্বে কথিত সক্ষমতা সম্পন্ন একটি গভীর নলকূপ থেকে ১৬৬ একর বোরো ধানের জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। আরডিএ গবেষণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদী পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় ধান, দানা জাতীয় শষ্য এবং বিভিন্ন সব্জি উৎপাদনে সেচের পানি, উৎপাদন উপকরণ ও জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব রেইজড বেড, এসআরআই, এডব্লিউডি এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রযুক্তির বহুল প্রচলন, জনপ্রিয়করণ ও মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের সাত বিভাগের৪০জেলার মোট ২০০টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	মোট ৩৯০২.০০ লক্ষ
জুন২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৪০০.৫৫ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১০০০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৭৫.২৫ লক্ষ টাকা

পানি সাশ্রয়ী গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে সেচকৃত পানি ৩০-৪০% সাশ্রয় হচ্ছে পক্ষান্তরে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০-৪০%।বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের আওতায় ১৪ জেলার অন্তর্গত ৭২টি কৃষক গ্রুপে এই ধরনের আধুনিক পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকীকরন প্রদর্শনী'র বাস্তবায়ন এই প্রথম। মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় জরীপ পরিচালনা করে প্রথম বছরে ৩০টি এবং দ্বিতীয় বছরে ৩৫টি উপ-প্রকল্পে গ্রুপ নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পরিমাপ, সেচ পানির দক্ষতা নিরূপন ও ব্যবহার সম্পর্কীত জরীপ চলমান;
- মাদার ট্রায়েলের জন্য ৭টি বিভাগের ৭টি এলাকা জরীপ পরিচালনা করে ৭টি মাদার ট্রায়েল এলাকায় রবি, খরিপ/২০১৮ মৌসুমের প্রদর্শনী চলছে।
- আরডিএ প্রদর্শনী খামার গবেষণার মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে প্রযুক্তিসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রযুক্তিসমূহ জনপ্রিয় ও প্রসার/সম্প্রসারণের জন্য ১৯০টি মাঠ দিবস, ৭টি ক্রস ভিজিট/মোটিভেশনাল ট্যুর, ১১৫টি ফামার্স ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণসহ ৯টি মেশিনারী অপারেশন এবং ২২টি অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- খামার যান্ত্রিকিকরণের জন্য পাওয়ার টিলার বেড ফর্মারসহ, রোপন ও মাড়াই যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অক্টোবর, ২০১৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখহাসিনা এঁর অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করার জন্য আরডিএ, বগুড়া'র অধীনে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার আদলে একাডেমী স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

রংপুর বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়া'র আদলে আরো একটি পুর্ণাংগ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্প এলাকা	:	রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১১১৩২.০০ লক্ষ টাকা ।
জুন২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪০৪৭.০৮ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০০০.০০ লক্ষ টাকা।
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৯৬৮.০৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

ভূমি অধিগ্রহণ

- প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ

অফিস ভবন নির্মাণ

- মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- প্রশাসনিক কামঅনুষদ ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬০০ব: মি: X ১০তলা = ৬০০০ ব: মি: নির্মাণ
- টেকনোলজিভবনঃ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৩০০ব: মি: X ২তলা = ৬০০ ব: মি: নির্মাণ)
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউস ভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ): (৭০০ব: মি: X ৫ তলা = ৩৫০০ ব: মি: নির্মাণ) গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম তলা- ক্যাফেটেরিয়া, ২য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র, ৩য় তলা গেস্ট হাউস

আবাসিক ভবন নির্মাণ

- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা ও পুরুষ): (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ৬তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৪৫০ব: মি: X ৬তলা = ২৭০০ ব: মি: নির্মাণ)
- পরিচালকের বাংলোঃ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১৫৮ব: মি: X ২তলা = ৩১৬ব: মি: নির্মাণ)
- ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারঃ (১০ তলা ফাউন্ডেশন) ২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ (১৮৬ব: মি: X ৪ইউনিট X ২তলা = ১৪৮৮ব: মি: নির্মাণ)
- ষ্টাফ কোয়ার্টার (এ, বি, সি টাইপ) (১০তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ (৭৫০ব: মি: X ৩টাইপইউনিট X ২তলা = ১৫০০ব: মি: নির্মাণ)
- মসজিদ নির্মাণ (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ১ম তলা নির্মাণ (২২০ব: মি: X ১তলা = ২২০ব: মি: নির্মাণ)। ডেইনেজসিস্টেম, রোড/লিংক রোড, করিডোর ইত্যাদি স্থাপন/নির্মাণ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ইতোমধ্যে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন ইকরচালী, কাচনা ও জগদীশপুর মৌজা ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে।





- নির্মাণ কাজ নিবিড় তদারকী ও পরিকল্পনা মাফিক সম্পন্ন করার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ভূমি উন্নয়নের কাজ ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।
- ক্যাম্পাসের মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সিমানা প্রাচীরের কাজসহ বিভিন্ন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
- ১০ তলা বিশিষ্ট অনুষদ কাম-প্রশাসনিক ভবনসহ ৬তলা বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ও গেস্ট হাউজ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ চলছে।
- অবশিষ্ট ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ই-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

(৫) জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫/১০/২০১৬ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটির অনুমোদন দেন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে মোট ১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

বৃহত্তর ময়মংসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন-যাত্রার মানন্নোয়নের জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপঃ

- একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেণার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, টেকসই মডেল ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং মডেল/প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা; এবং
- দেশের গ্রামীণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে গ্রামীণ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	জামালপুর জেলার মেলানদহ উপজেলাধীন শিহাটা, হরিরামকুল মৌজা।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	১২৪৫০.১২ লক্ষ টাকা
জুন২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪২৩৮.৩১লক্ষ
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৭৫০.০০লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	৭৪৫.০৮লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মূল কর্মকান্ড

সম্পদ সংগ্রহ

- ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ।
- প্রকল্পের আওতায় যানবহান (১টি পিক-আপ ও ২টি মোটর সাইকেল) সংগ্রহ ।
- প্রস্তাবিত৫টিইউনিটের (ফসল; ডেইরীওপোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক; কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট) এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

নির্মাণ ও স্থাপনাদী

ভবন নির্মাণ

- দশ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
- ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউসভবন (৬ তলা ফাউন্ডেশন ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ) (১ম ও ২য় তলায় ক্যাফেটেরিয়া; ৩য় তলা- বিনোদন কেন্দ্র এবং ৪র্থ-৫ম তলায় গেস্ট হাউস)
- সাধারণ হোষ্টেল (পুরুষ): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- সাধারণ হোষ্টেল (মহিলা): (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ।
- মহাপরিচারক ও অতিরিক্ত মহাপরিচাক বাংলো : (২য় তলা ফাউন্ডেশন) ২য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ।

অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো/স্থাপনাদি নির্মাণ

- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে জামালপুর ক্যাম্পাসে আরডিএ, বগুড়া'র আদলে ফসল; ডেইরী ও পোল্ট্রি; মৎস্য; টিস্যু কালচার এবং হাইড্রোফোনিক এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর সেড/অবকাঠামো নির্মাণ এবং মেইন গেট, গার্ড শেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।
- করিডোর নির্মাণ; মসজিদ নির্মাণ; রোড/লিংকরোড স্থাপন; পানি নিস্কাশন অবকাঠামো
- টেলিযোগাযোগ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও পানি সরবরাহ (পাইপ লাইন, ২টি গভীর নলকূপ, ও ভারহেড ট্যাংক) ব্যবস্থা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ভূমি উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাটের কাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- সীমানা প্রাচীরের আরসিসি ঢালাই সংক্রান্ত কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৮০% কাজ সম্পূর্ন হয়েছে।
- প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবনের অবকাঠামো মূলক কাজের লে আউট প্রদান সমাপ্ত হবার পর প্রি-কাস্ট পাইল ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রের অবকাঠামো মূলক কাজের লে আউট প্রদান করার পর মাটি কাটার কাজ চলমান রয়েছে।
- সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ) এর অবকাঠামোমূলক কাজের লে আউট প্রদান সমাপ্ত হবার পর কাজ প্রি-কাস্ট পাইল ঢালাইয়ের এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সাধারন হোষ্টেল (মহিলা) এর অবকাঠামোমূলক কাজের গ্রেডবিম কলাম ঢালাইয়ের জন্য সাটারিং এর কাজ চলমান রয়েছে।
- মহাপরিচালকের বাংলোর গ্রাউন্ড ফোরের কলাম ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।



জামালপুর আরডিএ'র বিভিন্ন ভবন/স্থাপনার নির্মাণ কাজ চলছে।

(৬) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ৫ ভাগ চরাঞ্চলে বসবাস করে। নদী বেষ্টিত এই সকল চরাঞ্চল মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে জীবন জীবিকার অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ। পাশাপাশি নদী বির্ধৌত উর্বর জমি থাকলেও উন্নত প্রযুক্তি, কলাকৌশল, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় কাংখিত উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জিওবি'র অর্থায়নে মোট টাকা ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন বছর (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) মেয়াদি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) চরের হতদরিদ্র অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র হতে উন্নয়ন;

(খ) বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ভূ-খন্ডের সাথে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি;

(গ) দরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি ও অকৃষি) নিয়োজিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঘ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সেবা প্রদানকারী (LSP) এবং আইসিটি ভিত্তিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং Incentive based micro saving program পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা	:	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি এবং সোনাতলা উপজেলার (সারিয়াকান্দি উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন এবং সোনাতলা উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন) মোট ৮টি (চর) ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা
জুন২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৮৬.৪৪লক্ষ
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৮৮.০০লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৮৬.৪৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের সুবিধাভোগী

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ২টি উপজেলার চর এলাকায় বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসনের পরামর্শ সর্বোপরি সিএলপি'র অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচন করা হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ১৬০০০ জন জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকল্পের সুফল পাবে।

প্রকল্পের মূল কমর্কান্ড:

- নির্বাচিত ৩২২০ জন সুফলভোগী সদস্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমেবাড়তি আয় নিশ্চিত করবে।
- ৩ হাজার হতদরিদ্রদের মাঝে গবাদিপশু (৩ হাজারটি গরু ও ৩ হাজারটি ছাগল/ভেড়া) হস্তান্তর করে হস্তান্তরিত প্রাণী পালনের জন্য অনুদান (স্ট্যাইপেন্ড) সুবিধা প্রদান, পশুখাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন করা হবে।
- প্রকল্প মেয়াদে মোট ৭০০টি পরিবার শুধুমাত্র গরু মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে স্বাবলম্বী হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয়ভাবে ৩০ জন LSP সৃষ্টির মাধ্যমে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা, কৃত্রিম প্রজনন ও পালন সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০০ পরিবারের জন্য ৩০০টি নলকূপ, ১২০০ পরিবারের জন্য ৪টি এলাকায় রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এবং ১৫০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটট্রিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে ১১০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।
- মোট ৩ হাজার জন সদস্য নিয়ে গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণদান সংস্থা (VSLA) এবং সামাজিক উন্নয়ন দল (SDG) গঠন করে মূলধন/পুজিঁর যোগান নিশ্চিত করে প্রকল্প খাত থেকে ৫০% টাকা প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে প্রকল্প এলাকার সুফলভোগীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- কৃষকদের চাহিদা মোতাবেক নতুন সম্ভাবনাময় ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তির প্রদর্শনী ব্লক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরা।
- দুই উপজেলায় ৮টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ইউনিট স্থাপন ও সেলস্ ও সার্ভিস সেন্টার গঠনের মাধ্যমে পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প এলাকায় ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩২ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) দের প্রশিক্ষণ প্রদান করে চর এলাকায় গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা, কৃত্রিম প্রজনন ও পালন সেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছে।
- গবাদিপশু হস্তান্তর কার্যক্রমের আওতায় ৫৭৬টি গরু এবং ৫৫২টি ছাগল সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে হস্তান্তরিত প্রাণী পালনের জন্য অনুদান (স্ট্যাইপেন্ড) সুবিধা প্রদান, পশুখাদ্য সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- চর এলাকায় ৩টি গ্রামে রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য সৌরশক্তি নির্ভর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপ চালু করা হয়েছে।




স্থানীয় মাননীয় সাংসদ জনাব এম এ মান্নান এবং একাডেমীর মহাপরিচালক ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে গরু ও ছাগল বিতরণ করছেন।

(৭) সৌরশক্তি নির্ভর সেচের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও এর বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে জুলাই- ২০১৭ হতে জুন- ২০২২ মেয়াদী একটি চলমান প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমাণ বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার নির্ভর সেচ সুবিধা ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ নিমিত্ত আরডিএ, বগুড়ার রিনিএ্যাব এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি) আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য

সৌরশক্তি নির্ভর গভীর নলকূপ স্থাপন এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার/ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহারকমানোসহ একরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।



প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ-

ক) সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনের বেলায় সেচ পাম্প পরিচালনা করে দেশের সেচ কাজে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সাশ্রয় করা;

খ) সৌরশক্তি চালিত গভীর নলকূপের পানি বহুমুখী (ফার্ম ও নন-ফার্ম কাজে) কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো;

গ) আরডিএ-উদ্ভাবিত (সোলার সিস্টেম) মডেলে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে জমির অপচয় রোধ করা;

ঘ) একই জমিতে একই সময় বিভিন্ন ধরণের ফসল (দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তিতে) চাষাবাদের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি;

ঙ) আরডিএ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ খরচসহ উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

চ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষনোত্তর আরডিএ ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের ৮টি বিভাগের ৩২টি জেলার মোট ৩৫টি এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ	:	৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা
জুন২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৮১.১৭লক্ষ
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০০.০০লক্ষ
চলতি অর্থ বছরের জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয়	:	১৮১.১৭ লক্ষ টাকা

মূল কার্যক্রম

- সৌরশক্তি নির্ভর গভীর (০.৫-১ কিউসেক) নলকূপ স্থাপন;
- আরডিএ মডেলে সোলার প্ল্যান্ট এবং দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন অবকাঠামো স্থাপন;
- ফসলের নীবিড়তা বৃদ্ধিতে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি সাথি ফসল হিসেবে মাচায় উচ্চফলনশীল সব্জি চাষের ব্যবস্থা;
- পানি অপচয় রোধে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ ইরিগেশন) কাঠামো তৈরী;
- প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য ওভারহেড ট্যাংক ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ;
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

অগ্রগতিঃ

১০টি এলাকায় জরীপ কার্য পরিচালনা করে ২টি এলাকায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য নির্মাণ/স্থাপন চলমান।

স্ব-অর্থায়নেপরিচালিতআরডিএ প্রদর্শনী খামারের প্রায়োগিক গবেষণা

প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রশিক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারের লক্ষ্যে একাডেমী ক্যাম্পাস সংলগ্ন ৮০ একর জমিতে আটটি ইউনিটের (ফসল, নার্সারী; পোলট্রি; ডেইরী; মৎস্য; টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি; বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতিএবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট) সমন্বয়ে সরকারী পর্যায়ে একমাত্র Self Sustainable Farm গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আটটি ইউনিটের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছেঃ

(১) ফসল ইউনিট (২) নার্সারী ইউনিট (৩) পোলট্রি ইউনিট (৪) ডেইরী ইউনিট (৫) মৎস্য ইউনিট (৬)টিস্যু কালচার এন্ড বায়োটেকনোলজি ইউনিট (৭) বায়োগ্যাস, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিট (৮) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট। নিম্নে বিভিন্ন ইউনিটের আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হলো।



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ফসল ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের নার্সারী ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের পোল্ট্রি ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের ডেইরী ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের মৎস্য ইউনিট



আরডিএ প্রদর্শনী খামারের টিসুক্যালচার ইউনিট

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিট

পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারী কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও গবেষণা কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, সংরক্ষণ ওপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য সামনে রেখে ২০০৭ সালে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন (এপিএম) ইউনিটপ্রতিষ্ঠিত হয়।পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর আওতাধীন এই ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা।
- প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবহার ও মেয়াদকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা।

- সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অর্জিত জ্ঞান খামারী ও উদ্দোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারন করা।
- কৃষকদের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার সঠিক বিপণন ও বিতরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- নিম্নমূল্য কালীন সময়ে ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীগনের জন্যে প্রয়োজনে হিমাগার ভাড়া প্রদান করা।




কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইউনিট

সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি) মডেল

সরকারী গবেষণা কর্মকান্ডের পাশাপাশি ''সরকারী বে-সরকারী অংশিদারিত্বে (পিপিপি)'' আরডিএ এর সাথে কামাল মেশিন টুলস যৌথভাবে ওয়ার্কসপে আট ধরনের (মাড়াই, ঝাড়াই ও নিড়ানী যন্ত্র, চোপার মেশিন, বেড ফর্মার ইত্যাদি) ২৩৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও চার ধরনের ৩২০০ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অপর একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ''কৃষক ফুড এন্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'', ঢাকা এর সাথে পিপিপি মডেলে কার্যক্রম চলছে যা একাডেমীর বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও দ্রব্য (২৮ রকমের আম, বরই পেয়ারা, কাঁঠাল, মাশরুম, তেঁতুলের আচার, টমেটো ও তেঁতুলের সস, কমলার জেলি, সরিষার তেল, কোলেস্টেরল ফ্রি রাইস ব্রান তেল, ঘি, মধু ইত্যাদি) পল্লী ব্রান্ডে প্যাকেটিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আরডিএ-লিমরা প্রাঃ লিঃ, ঢাকা এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করে আসছে। আরডিএ এবং এসিআই লিঃ যৌথ উদ্যোগে একাডেমী প্রদর্শনী খামারে হাইব্রীড বীজ গবেষণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।




পিপিপি মডেলে পরিচালিত কার্যক্রম ওয়ার্কসপে উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস

৮ম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৮

বাংলাদেশে একমাত্র পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া-লিমরা ট্রেড ফেয়ার এন্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেড পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপে যৌথভাবে বেশ কয়েকটি মেলা সফলতার সাথে আয়োজন করে আসছে। বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তিসমূহ ছাড়াও অন্যান্য প্রযুক্তিসমূহ অতি দ্রুত ছড়ানোর এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য এ ধরণের মেলার কোন বিকল্প নেই। এ ধরণের মেলা আয়োজনের ফলে উন্নত বিশ্বের মত বাংলাদেশেও কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সুদুর প্রসারী



ভূমিকা রাখছে। যাহা আগামীতে এই সেক্টরে এক বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা যায় এবং একাডেমী এ ধরণের মেলা প্রতি বছরই আয়োজনের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া আরডিসি'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা, বারিধারা, ঢাকায় আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি মেলা **"8th Agro Tech Bangladesh-2018"** (১৫-১৭মার্চ, ২০১৮) আয়োজন করে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ৭টি বিশেষায়িত সেন্টারসমূহের কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া মোট ৪০টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। একাডেমী উদ্ভাবিত মডেলগুলি নিম্নরূপ:

- পানি সমস্যার সমাধানে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকুপ।
- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালয় দ্বারা উন্নত সেচ ব্যাবস্থাপনা।
- পানির বহুমূখী ব্যবহার।
- নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে আর্সেনিক ও আয়রন দূরীকরণ পদ্ধতি।
- গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা।
- গবাদী পশুর জাত উন্নয়ন।
- ফসলের ডাক্তার।
- বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তর।
- সৌরশক্তি নির্ভর দ্বিস্তর কৃষি।
- পল্লী জৈব সার।
- প্রশিক্ষণ নির্ভর আরডিএ-ক্রেডিট।

সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্রমান্বয়ে সরে এসে নিজস্ব অর্থ, প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন সহায়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলিকে প্রোগামেটিক এ্যাপ্রোচে নেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব মডেলসমহের সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ২০০৩ সালে বিওজি'র অনুমোদনক্রমে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারীতা ও অর্জিত সাফল্য বিবেচনায় বিওজিসিআইডব্লিউএম এর আদলে আরো ৬টি নতুন সেন্টার যেমন: (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (*SBC*); (২) ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (*CRDC);* (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (*RERC*); (৪) চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (*CDRC*); (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (*CCD*); এবং (৬) পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার (*PPRC*) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি, সেচ, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

১। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (CIWM)



একাডেমী এডভাইজারি সার্ভিসেস বা পরামর্শ সেবার আওতায় সেচ ও পানি সম্পদের উন্নয়নে দেশের আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ড বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- বঙ্গবন্ধু সেতু, বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে প্রায় ২২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্প এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২৮৩টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ঋণ সুবিধায় আওতায় মোট ২৪,৩২১ জন সদস্যের মাঝে টাকা ১২১.৩০কোটি ঘূর্ণয়মান তহবিল হিসেবে রোলিং হচ্ছে। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য১৩৪৯৮ জন (৫৫.৫০%) এবং মহিলা সদস্য ১০৮৮২জন (৪৪.৫০%) ।

সীড এ্যান্ড বায়োটেকনোলজী সেন্টারের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এ বছর বিভিন্ন জাতের ৮৫ মেঃ টন রোগমুক্ত বীজ আলু এবং প্রায় দুই লক্ষাধিক সম্পূর্ণ রোগমুক্ত আলু ও স্ট্রবেরী অনুচারা উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। সেন্টারটি বায়োটেকনোলজি ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত পদ্ধতিতে আলু চাষ, টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগ মুক্ত অনুচারা উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরী সহায়তাও প্রদান করে আসছে। বর্তমানে টিসু কালচার পদ্ধতিতে অর্কিড, জারবেরা ও গ্লাডিওলাস এর অনুচারা উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।



টিস্যুকালচারের মাধ্যমে আলু উৎপাদন

৩। ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের অগ্রগতি

- আরডিএ কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসুচির মাধ্যমে একাডেমীর প্রদর্শনী খামারে ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী ও একটি ক্ষুদ্রাকার Diagnostic ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের চরাঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের দেশীয় জাতের গরু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন করে (পার-ল্যাকটেশন) দুধ ২৫০ লিটারের স্থলে ৩০০০ লিটারে উন্নীতকরণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মাংশ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম সমগ্র দেশে সম্প্রসারণের জন্য একাডেমী ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৪। রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার (আরইআরসি)

- একাডেমীর রিনিউএবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার এর আওতায় একাডেমী খামারে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ও সৌর শক্তি নির্ভর সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে দিনের বেলায় সেচ পাম্প চালু রেখে ১৬-২০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে এবংদ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজেই ফসলের নিবিড়তাকে দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদনের উপকরণ সাশ্রয় করে অতিরিক্ত ১১%-১৪% উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এক মৌসুমে ধানের জমিতে দ্বি-স্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সাথে ধান ও মাচায় লাউ চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১,১১,২৫০ টাকা আয় করা সম্ভব হয়েছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।




উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এ সেন্টারের আওতায় সদ্য সমাপ্ত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রকল্পের ১১২টি উপ-প্রকল্প এলাকার বাস্তবায়িত কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে।
- আরইআরসির'রআওতায়সৌর শক্তি নির্ভর সেচ ব্যবস্থা ও দ্বি-স্ত র কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য চলতি অর্থবছরথেকেএকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনরয়েছে।
- একাডেমী উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ সেন্টার উক্ত প্রযুক্তি সার্কভূক্ত দেশে সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ সেন্টারের মাধ্যমে আরডিএ, বগুড়া'র কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য জিওবি অর্থায়নে কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপশু পালন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিপি'তে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৫। চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)

এ সেন্টারের আওতায় বাস্তবায়িত সিএলপি এবং চলমান এম৪সি প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে তদারকী করা হচ্ছে। সেন্টারের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে CDRC মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।




গত ০৯ মে, ২০১৮ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একাডেমীতে স্থাপিত চর গবেষণা ও উন্নয়ন সেন্টারের "ভবিষ্যৎকরণীয় ও পরিকল্পণা" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন

৬। সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলোপমেন্ট (সিসিডি)

গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক বনায়ন, পল্লী এলাকার শিশুদের উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরুপণ, পল্লী এলাকায় বিশেষতঃ যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা, পল্লী শিক্ষা, গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য, যৌতুক ও নারী নির্যাতন, এবং মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা, কৃষি প্রযুক্তি

সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি, সরকারী/এনজিও এর বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্প মূল্যায়ন, ইত্যাদি। এছাড়া, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), বার্ষিক পরিকল্পনা, Perspective Plan-এ দারিদ্র বিমোচন কৌশলের আলোকে সরকারের অগ্রাধিকার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু পল্লী উন্নয়নই নয় পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নীতি নির্ধারক ও গবেষক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা ও মডেল উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা;
- বিগত দিনের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সচল রাখা;
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন;
- দেশে এবং বিদেশে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল অবহিতকরনের জন্য দেশে এবং বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা;
- সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;
- সরকারী বাজেটের উপর আরডিএ'র নির্ভরশীলতা পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ; আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- সরকারী/বেসরকারী/আন্তজাতিক সংস্থার অর্থে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

৭। পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার (পিপিআরসি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসলের ডাক্তার ইত্যাদি মডেল থেকে অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ''Palli Patshala Research Centre (PPRC)'' শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার প্রস্তাব করা হলে একাডেমী ২০১২ সালে একাডেমী ৪১তম বোর্ড সভা পল্লী পাঠশালা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়।মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হচ্ছে।





সেন্টার পরিচালনার উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী পাঠশালা কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার এবং গ্রামবাসীর মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। সর্বস্তরের গ্রামবাসী এ কেন্দ্র থেকে খুব সহজে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ হাতের নাগালে নিশ্চিতকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পল্লী পাঠশালায় গ্রামবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলে সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞান নির্ভর ক্ষমতায়নে আকৃষ্ট করা;
- সরকারী উন্নয়নমূলক তথ্য প্রবাহের চ্যানেল হিসেবে পাঠশালাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- সরকারী/ বেসরকারী/ আন্তজাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পল্লী পাঠশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা।



গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা প্রকল্পের অধীনে ১২৫০ জন নারী বীজ ব্যবসায়ী ৬টি বীজ কোম্পানীর মাধ্যমে ৭,৫০,০০০ কেজি বীজ বিপনণ করে সাবলম্বী হয়েছে।

AARDO এর নির্বাহী কমিটির সভা ও যৌথ প্রশিক্ষণ

৩১ দেশের সমন্বয়ে গঠিত African Asian Rural Development Organization (AARDO) একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থাটি সদস্য দেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এক যোগে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে AARDO ও আরডিএ, যৌথ উদ্যোগে ০১-১২ এপ্রিল ২০১৮ মেয়াদে "Green Innovation in Agriculture and Rural Development" শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সটি আরডিএ, বগুড়ায় আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ১২টি দেশের উচ্চ পর্যায়ের ২৮জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটি আরডিএ, বগুড়া সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করে।



পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলাপমেন্ট (পিজিডিআরডি) প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। গ্র্যাজুয়েট যুবকদের স্বকর্মসংস্থানে উজ্জীবিত করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত এই প্রোগ্রামের তিনটি ব্যাচ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি ক্যাটালিস্ট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪টি ব্যাচে মোট ৭৩ জনকে গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট সনদ প্রদান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪.৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমান উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। যার তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত।
- ইংরেজিতে Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural Development-যার সংক্ষিপ্ত রূপ BAPARD
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে ১৯৯৭ সালে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স' হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়।
- দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১খ্রি: তারিখে কমপ্লেক্সে'র শুভ উদ্বোধন করেন।
- প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ কমপ্লেক্সটিকে একাডেমিতে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural Development (BAPARD).
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
- ২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)' আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৪নং আইন) প্রণীত হয়।
- স্ব-শাসিত সংস্থা বিধায় এর পরিচালনা বোর্ড রয়েছে (সদস্য সংখ্যা-২১ জন)।

রূপকল্প (Vision)

গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

একাডেমি'র জনবলঃ

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর মূল কাজ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন। একাডেমির অনুমোদিত জনবল ১০০ জন । বর্তমানে ১জনমহাপরিচালক, ৩জনপরিচালক, ১জন যুগ্ম-পরিচালক ও ২ জন উপ-পরিচালকসহ ৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বাপার্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১৫ প্রণীত হয়। উক্ত চাকুরি প্রবিধানমালার আলোকে অবশিষ্ট জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলছে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তন্মধ্যে কম্পিউটার, পোশাক তৈরী, কৃষি, মৎস্য, পশু পালন ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, জেন্ডার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ অগ্রগতি: (২০১৭-১৮ অর্থবছরে)

চলতি বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ২৭৮৫ জন। এর মধ্যে জুন ১৮ পর্যন্ত ৪০১৬ জন কে (আয়বর্ধনমূলক-২৮১৩ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ৩৪৪ জন ও স্থানীয় প্রশিক্ষণ ৮৫৯ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;





পিডিবিএফ রিফ্রেসার্স কোর্স শুভ উদ্বোধন করছেন মহাপরিচালক,বাপার্ড।









বাপার্ড-এক্যাপসিকাম, ফডার চাষ ও ব্লুড মাছের চাষ প্রদর্শনী



বাপার্ড-এ মাটিতে সার মিশানোর প্রশিক্ষণ



বাপার্ড-এ সবজি চাষ প্রদর্শনী



বাপার্ড-এ আঙ্গুর ফলের চাষ প্রদর্শনী



সিনিয়র সচিব মহোদয় বাপার্ড, এবাএখা, বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর কার্যাবলী পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন



বাপার্ড-এর ২য় বোর্ড সভা

বাপার্ড-প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলিঃ

প্রকল্পের নাম: বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।

প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০১০ হতে জুন ২০১৮ খ্রি:। প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীতে মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়। যা গত ২৬/০৭/২০১৮খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় প্রকল্পটি উক্ত ২ বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার প্রেক্ষিতে পুনঃগঠিত ডিপিপি ০৯/১০/২০১৮খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষাধীন।

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় ৬৫.০২%, (২০১৭-১৮ অর্থবছর জুন পর্যন্ত ব্যয় ৯৯.৫৯%)

প্রকল্পের কার্যাবলীঃ

১। প্রকল্পের আওতায় ৩০.০০ একর জমিঅধিগ্রহণ;
২। ১০ তলা (২,৪০,৫০০ বর্গফুট) একাডেমিক ভবন নির্মাণ (ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯০%) ;
৩। ১০ তলা (২,৩২,৬৬০ বর্গফুট) হোস্টেল ভবন নির্মাণ (ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭৮%) ;
৪। ৬ তলা (৪২,৮৯৯ বর্গফুট) অফিসার্স কোয়াটার্স নির্মাণ (ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩৯%) ;
৫। ৬ তলা (১২,১৭৪ বর্গফুট) স্টাফ কোয়াটার্স নির্মাণ (ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩২%) ;
৬। কৃষি, পোল্ট্রি শেড ও মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ ;
৭। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
৮। অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
৯। বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন; এবং
১০। প্রশিক্ষণ পরিচালনা।


বাপার্ডে নির্মাণাধীন ১০ তলা একাডেমিক ভবন


বাপার্ডে নির্মাণাধীন ১০ তলা হোস্টেল ভবন

৪.৭ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লীর দরিদ্র অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিডিবিএফ এর টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা ;
- উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সুফলভোগীদের ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন সঞ্চয় কার্যক্রম চালুকরণ;

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ;
- সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য পিডিবিএফ এর 'পল্লী রঙ' বিপণন কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) বাস্তবায়ন ।

দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০১০ টি নতুন সমিতির মাধ্যমে ১,২১,৬৪০ জন নতুন সদস্য ভর্তি করা হয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৭,৪৩৮টি সমিতির মাধ্যমে ২৪,২৩,৪৮৮ জন সুলফভোগী সংগঠিত করা হয়েছে। বর্তমানে (২০১৭-১৮ অর্থবছর) সমিতির সংখ্যা ৩০,০০৭ টি এবং সদস্য সংখ্যা ১০.৪০ লক্ষ।



সমিতির সাপ্তাহিক সভায় পিডিবিএফ এর মাঠ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্য

উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

পিডিবিএফ কর্মী এবং সুফলভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দরিদ্র ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সর্বমোট ৪,৬৭,৪৪৯ জন সদস্যকে ১৫,২৯,৩৫৬ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৩,২৭৪ জন সদস্যকে ২,৫৩,৩৯৮ জনদিবস দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

সুফলভোগীদের ঋণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা এবং বিভন্ন সঞ্চয় কার্যক্রমঃ

সুফলভোগীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুঁজি গঠনের জন্য পিডিবিএফ-এর কয়েক ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু রয়েছে। যেমন- সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয় স্কীম (এসএসএস), মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম (এফডিএস), লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম (এলএসএস), নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম (এনএসএস) ও নবজাতক সঞ্চয় স্কীম (এনবিএসএস)। সুফলভোগী সদস্যরা এই সকল সঞ্চয় জমার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত পুঁজি গঠন করে ঘরবাড়ী নির্মাণ, ছেলে মেয়ের বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত পিডিবিএফ এ সুফলভোগীদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭০৭ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান

পিডিবিএফ বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মূল লক্ষ্যকে দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের পুঁজি গঠনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করে। পিডিবিএফ এর দুই ধরনের ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। যেমন-(ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও (খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ।

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ কর্যক্রমঃ পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের পুঁজি গঠনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিডিবিএফ সুফলভোগীদের মাঝে ১২৬৬.৫০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৩৬৩.২২ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায় হার ৯৭%। বিভিন্ন আইজিএ'র মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সুফলভোগী সদস্যদেরকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৯,৭৮০ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার ক্রমপুঞ্জিত আদায় হার ৯৯%। পিডিবিএফ-এর ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ মহিলা। পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে পিডিবিএফ এর কর্মএলাকায় কর্ম সংস্থানের একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কর্মসৃষ্টির ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা নিজে, তার স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সহ নিকটজনের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে কর্ম এলাকায় কর্মসংস্থানের একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা নিজে, তার স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ নিকটজনের কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্যক্রমঃ ক্ষুদ্র ঋণের অংকের থেকে বেশী ঋণ দরকার কিন্তু ব্যাংক ঋণে যাদের প্রবেশাধিকার নেই এবং কোন সমিতির সদস্য নয় কিন্তু পূঁজির অভাবে যারা ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানকে আরও লাভজনক ভাবে চালাতে পারছেন না, তাদেরকে এই ঋণ দেয়া হয়। এই ঋণ ৫০,০০০/- টাকা থেকে ৮,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হতে পারে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই ঋণের আওতায় ৬০৬.৮৭ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৩১.০৭ কোটি টাকা এবং আদায় হার ৯৮%। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৫৬২১৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যেক্তার মধ্যে প্রায় ২৯৫৫.৯৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে পুরুষ ঋণ গ্রহীতার হার শতকরা ৯৮ ভাগ হলেও ক্রমান্বয়ে মহিলা উদ্যোক্তার হার বাড়ছে। পিডিবিএফ বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা নারী সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য কাজ করছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ইতোমধ্যে এই ঋণ বিতরণের ফলে প্রায় ১.৭০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে অনগ্রসর দারিদ্র্য প্রবণ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত বিদ্যুৎ সুবিধা হতে বঞ্চিত। লেখা-পড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদি কার্যক্রম বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে ব্যহত হচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল, যা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং সর্বোপরি সৌর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পিডিবিএফ ২০০৬ সালে সৌরশক্তি প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করে।

পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় ও স্থাপন ছাড়াও সরকারি অর্থায়নে সোলার পানি বি-লবণীকরণ, সৌরচালিত সড়ক বাতি, সোলার সেচ পাম্প এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে সোলার সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রমসমূহ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

পিডিবিএফ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং IDCOL এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১২১টি উপজেলা কার্যালয়ে সৌরশক্তি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পিডিবিএফ ইতোমধ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় প্রায় ৪৫ হাজার সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয় ও স্থাপন করে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার জনগোষ্ঠিকে প্রত্যক্ষ সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করেছে। গ্রামীণ জনপদে সোলার সিস্টেম স্থাপন করে পিডিবিএফ দৈনিক গড়ে ১০ মেগাওয়াট/আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে অবদান রাখছে। এছাড়াও পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প নিম্নোক্ত বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সরকারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রমঃ

পিডিবিএফ সরকারের টিআর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প বিভিন্ন উপজেলায় স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সোলার সিস্টেম স্থাপন করছে এবং রাস্তাঘাট, বাজার যেখানে জনসমাগম হয় এমন জায়গায় সোলার সড়ক বাতি স্থাপন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে IDCOL কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি উপজেলায় ১৮.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪১১৮ টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন, ১৫৩৮ টি সোলার সড়কবাতি এবং ৮৭ ও ১২৬ টি যথাক্রমে এসি ও ডিসি সোলার সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রঃনং	বিবরণ	অর্জন ২০১৭-১৮
১	সোলার সিস্টেম স্থাপন সংখ্যা	৫৯৬৯
২	টিআর/কাবিটার আওতায় বিক্রয় (কোটি টাকায়)	১৮.৪৮
৩	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	-
৪	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	৩৮.১১
৫	মাঠে পাওনা স্থিতি (কোটি টাকায়)	১৬.০৩

সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত সোনার বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিডিবিএফ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সে লক্ষ্যে পিডিবিএফ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সোলারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সফল সমাপ্তি হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

পিডিবিএফ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ-

চলমান প্রকল্প সমুহঃ

০১। প্রকল্পের নাম : **দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ**

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস : জিওবি এবং পিডিবিএফ এর নিজস্ব তহবিল

প্রকল্প এলাকা : প্রকল্পটি ২০টি জেলার (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, বরগুনা, পটুয়াখালী, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর) ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত অনুমোদিত	২য় সংশোধিত প্রস্তাবিত
(ক) মোট	২৭১৪০.৬৭	২৮৮৩০.৫৯	৩৩৪২৯.২৪
(খ) জিওবি	১৯৯৯০.৬৭	২১৬৮০.৫৯	২৬২৭৯.২৪
(গ) পিডিবিএফ	৭১৫০.০০	৭১৫০.০০	৭১৫০.০০

প্রকল্পের মেয়াদ :

বিবরণ	মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত	২য় অনুমোদিত
আরম্ভ	জুলাই, ২০১২	জুলাই, ২০১২	জুলাই, ২০১২
সমাপ্তি	জুন, ২০১৬	জুন, ২০১৬	জুন, ২০১৮

এই প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৬,৩৯৭ টি সমিতির মাধ্যমে ২,১৯,৩৬৪ জন উপকারভোগীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। বর্তমানে (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত) সুফলভোগীর সংখ্যা ২,০১,১০৭ জন। জুন ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৫৫,০৫০ জন সদস্যকে ৪,৬৫,১৫০ জনদিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আইজিএ'র মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সকল সুফলভোগীদেরকে ৮০৭.৮৬ কোটি টাকার (ক্রমপুঞ্জিত) ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা করা হয়েছে। যার ক্রমপুঞ্জিত আদায় হার ৯৮%।



গত ২৪/১০/২০১৭ তারিখ পিডিবিএফ রংপুর অঞ্চলের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ট্যাব বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ও ট্যাব বিতরণ করেন রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব কাজী হাসান আহমেদ

পিডিবিএফ-এর ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ১০০ শতাংশ মহিলা। এছাড়াও এই প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের আওতায় ৮,৬৯২ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ২৮৮কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৬৪.

একনজরে

'দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্প

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অর্জন	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
১	সমিতি গঠন	১৯৩	৬৩১৪
২	সংগঠিত সুফলভোগীর সংখ্যা (ক্ষুদ্র ঋণ)	২৪,৮২৪	২,১৯,৩৬৪
৩	মোট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা	৭,৩৪৬	৮,৬৯২
৪	সঞ্চয় স্থিতি (সকল সঞ্চয়) (কোটি টাকায়)	৮২.৮২	৮২.৮২
৫	মোট ঋণ বিতরণ(ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ) (কোটি টাকায়)	৩৫০.০৩	১,০৯৬.৫০
	ক্ষুদ্র ঋণ	২৩৯.১৪	৮০৭.৮৬
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ	১১০.৮৯	২৮৮.৬৪
৬	মোট ঋণ আদায় (ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ)(কোটি টাকায়)	৩৬৮.০৩	১,০০৮.৭৪
	ক্ষুদ্র ঋণ (কোটি টাকায়)	২৫২.৬৬	৭৬৩.২০
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কোটি টাকায়)	১১৫.৩৭	২৪৫.৫৪
৭	মোট মাঠেপাওনা ঋণ (কোটি টাকায়)	২২৪.৪২	২২৪.৪২
	ক্ষুদ্র ঋণ (কোটি টাকায়)	১৪১.৬১	১৪১.৬১
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কোটি টাকায়)	৮২.৮১	৮২.৮১
৮	ঋণ আদায় হার (%)	৯৮	৯৮
৯	মোট সদস্য প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণার্থী সদস্য সংখ্যা)	৭৫,০০০	১৫৫০৫০
	নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩৭,৫০০	৭৭,৫২৫
	আইজিএ ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩৭,৫০০	৭৭,৫২৫

০২। প্রকল্পের নাম : **প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ শীষক প্রকল্প**

প্রল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫২০০.০০ লক্ষ; পিডিবিএফ ৯০০.০০ লক্ষ)

অর্থায়নের উৎস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং পিডিবিএফ

প্রকল্প এলাকা : ৯টি জেলার (ফরিদপুর - ৫টি, ময়মনসিংহ - ৫টি, শেরপুর-৪টি, বগুড়া-৯টি, জয়পুরহাট-৪টি, নাটোর-৬টি, গাইবান্ধা-১টি, দিনাজপুর-৯টি, পিরোজপুর-৬টি) মোট ৪৯টি উপজেলা

প্রকল্প এলাকায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহের সময় মূল্য অস্থিতিশীলতাজনিত ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের জীবিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলাকরণ। শস্য সংগ্রহ, উত্তর প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াকরণ সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে তাঁদের নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিসরে শস্য সংরক্ষণ করে সুবিধামত সময়ে উক্ত গুদামজাতকৃত শস্য বিক্রয় করে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।



পিডিবিএফ দিনাজপুর অঞ্চলের চিরির বন্দর কার্যালয়ে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের সদস্যদের সাথে পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



পিডিবিএফ নাজিরপুর কার্যালয়ে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন নাজিরপুর উপজেলার ইউএনও

এই প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১৩০০.০০ লক্ষ (রাজস্বঃ ৬৫০.০০ মূলধনঃ ৬৫০.০০) টাকা ছাড় করা হয়। তন্মোধ্যে ১২৫৪.৮৫৩৬১ লক্ষ (রাজস্বঃ ৬২২.৯৪৭৪৭; মূলধনঃ ৬৩১.৯০৬১৪) টাকা ব্যয় হয় যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দের ৯৬.৫৪%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ বরাদ্দ ১৮১০.০০ লক্ষ টাকা ; তন্মধ্যে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫৯০.৯৬ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্পের ৩০.৬০%।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এই প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এই প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ২২.৪৮%।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতির চিত্র-

ক্রঃ নং	বিষয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরে অর্জন	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
০১	দল গঠন	৪৩৬	৫৯৬
০২	সুফলভোগী সদস্য ভর্তি	২১৮০	২৯৮০
০৩	সদস্য প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	১১৫	১১৫
০৪	কর্মী প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	০২	০২
০৫	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৬.৩৮	৮.৭৮
০৬	ঋণ আদায় হার (%)	১০০%	১০০%
০৭	সঞ্চয় আদায় (কোটি টাকা)	১.২৫	১.৫৩

০৩। প্রল্পের নাম : **হাজামজা/পতিত পুকুর পুন:খননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাদ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প ।**

প্রল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৩৯.৬৭৪৬ কোটি টাকা (জিওবি ৩৪.০৭৪৬ কোটি; পিডিবিএফ ৫.৬০ কোটি)

অর্থায়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং পিডিবিএফ

প্রকল্প এলাকা : ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ি এবং খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার সর্বমোট ২৮টি উপজেলা

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পতিত পুকুর পুনঃখনন করে একই পুকুরে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পঁচানো পরবর্তী পর্যায়ে মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের করে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে পাট পঁচানো পরবর্তী মাঠ চাষ;
- এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা স্বল্প খরচে লাগসই এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের পাটের আঁশ উৎপাদন করা;
- উৎপাদিত উৎকৃষ্টমানের পাট বাজারজাত সহজীকরণ করা;
- উন্নত মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
- সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠী পুঁজিগঠন ও ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।



মোহাম্মদপুর আদর্শপাড়া ম.স. এর সদস্য নাছিমা বেগম'র পতিত পুকুর

০৪। প্রকল্পের নাম : **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের প্রান্তিক ছিটমহল এলাকায় সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্প;**

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (১ বছর ৩ মাস)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ);

বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ : ৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

অর্থায়ন : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট।

প্রকল্প এলাকা : ৪টি জেলা-লালমনির হাট (পাটগ্রম, হাতিবান্ধা, লালমনির হাট সদর), কুড়িগ্রাম (ভুরুঙ্গামারী), নীলফামারী (ডিমলা), পঞ্চগড় (পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ)

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

- গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভশীলতা হ্রাসকরণ;
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

- মোবাইল, ল্যাপটপ এবং টেলিভিশন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা ও উৎসাহিত করা;
- বাংলাদেশের প্রাক্তন ছিটমহল এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অর্জন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অর্জনের হার (%)	মন্তব্য
০১	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	৩০০.০০	৭৫.০০	২৫	ব্যয় ৭৪.৬৫৫ লক্ষ টাকা
০২	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন	৭৫০ টি	২০০ টি	২৬.৬৭	

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালনঃ



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদত বরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দিনটি পালন উপলক্ষ্যে ১৫ই আগষ্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত রাখা, সকাল ৭ঘটিকায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে (৩২ নম্বর ধানমন্ডি) পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিজয় দিবস উদযাপনঃ



জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে পুষ্প স্তবক অর্পণ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদযাপন করা হয়। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরীতে স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাভার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিকার ৩ ঘটিকায় পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হল রুমে আলোচনা সভা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসঃ


কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পিডিবিএফ এর নেতৃত্বে পুষ্প স্তবক অর্পণ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ) প্রতি বছরের ন্যায় “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৭” যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করে। দিবসের কর্মসুচির মধ্যে ছিল-দিনের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত রাখা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা। প্রভাতফেরীতে পিডিবিএফ-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মদন

মোহন সাহা'র নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS) বাস্তবায়ন



এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের উপ-পরিচালকবৃন্দ

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (result-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সরকারের জিপিএমএস বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জিপিএমএস বাস্তবায়নের ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা য়ায়।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System-GPMS) আওতায় পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। যেমন-

- ❖ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA)
- ❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS)
- ❖ তথ্য অধিকার (Right to Information-RTI)
- ❖ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS)
- ❖ উদ্ভাবন (Innovation)

৬. এক নজরে পিডিবিএফ

ক্রঃ নং	বিষয়	পিডিবিএফ শুরুর সময়	২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	প্রশাসনিক বিভাগ	০৪	০৮	০৮	০৮
২	প্রশাসনিক জেলা	১৭	৫৫	৫৫	৫৫
৩	আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা	১০	২৫	২৫	২৫
৪	উপজেলার সংখ্যা	১৩৯	৩৫৮	৩৫৮	৩৫৮
৫	কার্যালয়ের সংখ্যা	১৩৯	৪০৫	৪০৫	৪০৫
৬	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (কার্যালয়)	-	৩৯২	৩৯২	৩৯২
৭	মোট সংখ্যা	২৬০০	৪৭৫৭	৪৭৫১	৪৭৫১
৮	**ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম**				
	কর্মীর সংখ্যা	১৪২৯	১৭৯২	১৭৬৭	১৭৬৭
	সমিতির সংখ্যা	১২,১০৯	২৯৫৪৬	৩০,০০৭	৪৬,৮৪২
	মোট সুফলভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)	২.৯৩	১১.৬৬	১০.৪০	২৪.২৩
	ঋণী সুফলভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)	১.৯৩	৬.৭৪	৬.৫৮	৬.৫৮

ক্রঃ নং	বিষয়	পিডিবিএফ শুরুর সময়	২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অগ্রগতি	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	৬৬০.৭৪ (ক্রমপুঞ্জিত)	১১৫৬.২৮	১২৬৬.৫০	৯৭৮৫.৬৩
	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	-	১১৭৮.৩৫	১৩৬৩.২২	৯৩৭৮.২২
	ঋণ আদায় হার (%)	৯০	৯৭	৯৭	৯৯
৯	**ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ**				
	কর্মীর সংখ্যা	-	৫২০	৫২০	৫২০
	মোট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা	-	৩৬৭৩২	৪০,২৫৪	৬৪,৯০৬
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	-	৫৪২.৯৫	৬০৬.৮৭	২৯৫৫.৯৭
	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	-	৪৮২.৫৪	৬৩১.০৭	২৮৩৫.৮৭
	ঋণ আদায় হার (%)	-	৯৮	৯৮	৯৮
	মাঠেপাওনা ঋণ (কোটি টাকায়)	-	৩৬০.৪৮	৪৫৫.৪৩	৪৫৫.৪৩
	উদ্যোক্তা প্রতি গড় ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	-	১.৬৫	১.৭২	১.৭২
১০	**সঞ্চয় কার্যক্রম**				
	সঞ্চয় আদায় (কোটি টাকায়)	-	৩০২.৭০	৩৫৪.৭৬	-
	সঞ্চয় ফেরত (কোটি টাকায়)	-	১৮৯.১১	২৩৩.৮৫	-
	সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকায়)	৩৭.০০	৫৭৪.৯৮	৭০৭.২৯	৭০৭.২৯
১১	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**				
	সদস্য প্রশিক্ষণ (ক+খ)	২১,৬৬২	৪২,৯৩৩	৯৩,২৭৪	৪,৬৭,৪৪৯
	ক) নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	-	২৭,৯৩৩	৫১,৬৯৯	৩,৮৫,৮৪৯
	খ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	-	১৫,০০০	৪১,৫৭৫	৮১,৬০০
	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরামঃ সদস্যদের বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।				

৪.৭ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ভূমিকাঃ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে"Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি স্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে 'জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ মেয়াদ পর্যায়ের শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে 'নিবন্ধন' গ্রহণের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন;
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি;
৩. কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

কার্যাবলি

১. গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;
২. সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩. ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন; এবং
৫. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকাঃ

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association'অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয়। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয়।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেবুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১৬-২০১৮ মেয়াদে মোট ৬৪০৯.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প-এর মাধ্যমে বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, পঞ্চগড়, রংপুর, গাজীপুর, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার ৬০টি উপজেলায় সহায়তা প্রকল্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ব্যবস্থাপনাঃ

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে। সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৬ সময়ে প্রদত্ত ৬১.৩৬ কোটি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৯.৭২ কোটি, এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২৩.৬০ কোটিসহ মোট ১২৪.৬৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০১৭–২০১৮ অর্থ বছরে ১,২৯৩ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২৭,৭৯৮ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। জুন'১৮ পর্যন্ত ৫৯২৩ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৭৪,৬৪২ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । মোট ৪৬টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায়

করা হয়। ২০১৭–১৮ অর্থ বছরে ১৮২৯০.৫১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৩৭২০.৬৩ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৮ পর্যন্ত ৭৬১০৩.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৬২৪২৪.১৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৫.৪৫ ভাগ।



মুরগী পালন খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের খামার পরিচর্যা



ঋণ নিয়ে কুমড়া চাষের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যের সাফল্য

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১১১০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয় । এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৮ পর্যন্ত ৬১১৬.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।



উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৭–১৮ অর্থ বছরে ৩৫০ জনকর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'১৮ পর্যন্ত ১৭০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ১৩,৬১৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছেন নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ১,৬৭,৬৫৬ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৭৩০৫৮.৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৫৯১৪.৫৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি (প্রকল্পসহ)

কার্যক্রম	কার্যক্রমেরঅগ্রগতি (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১. কেন্দ্র গঠন	২৩৭	৫৬৮৬	৫৯২৩
২. সদস্যভুক্তি	৬৯৮৬	১৬৭৬৫৬	১৭৪৬৪২
৩. সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	২৪৪.৬৪	৫৮৭১.৩৬	৬১১৬.০০
৪. ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৩০৪৪.১২	৭৩০৫৮.৯৩	৭৬১০৩.০৫
৫. ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৪৯৬.৯৭	৫৯৯২৭.১৮	৬২৪২৪.১৫
৬. সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৪৭.৪৫	৫৯৩৮.৭৩	৬১৮৬.১৮
৭. ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৫%	৯৬%	৯৫.৫০%
৮. সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৫৪৫	১৩০৭২	১৩,৬১৭



পরিচালনা পর্ষদের ৪০ তম সভা অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ১৭৪৬৪২ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের সহায়তা কার্যক্রম

বর্তমানে ফাউন্ডেশনে ৭৩.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৬০টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ৩ জন মাঠসংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, গাজিপুর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়জেলার ৬০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে ডিসেম্বর ২০১৬ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমেরঅগ্রগতি (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৮২	১৬৩৫	১৮১৭
২। সদস্যভুক্তি	৩৬৮৭	৩৩১৮৪	৩৬৮৭১
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৮৫.১৮	৭৬৬.৭	৮৫১.৮৮
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৭৫০.৬১	৬৭৫৫.৫৪	৭৫০৬.১৫
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪২৮.৭১	৩৮৫৮.৪৭	৪২৮৭.১৮
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৪৭.১৬	৪২৪.৪৩	৪৭১.৫৯
৭। খেলাপিস্থিতি(লক্ষ টাকায়)	২.১৩	১৯.১৯	২১.৩২
৮। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৯.৫০%	৯৯.০০%	৯৯.৫০%

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয়না। সরকার প্রদত্ত মোট ১২৪.৬৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৪৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে।

সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ১ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ১০ ভাগ থেকে ৪৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৬৪০৯.৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-কাম-অফিস, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসএফডিএফ'কে শক্তিশালীকরণ শীর্ষক ১টি প্রকল্প জানুয়ারী ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ৪৭১২.২৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।এছাড়াক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিতরণকৃত ঋণের উপর সার্ভিস চার্জ ১১% (ফ্লাট রেট) ধার্য করে আদায়কৃত ঋণের সার্ভিস চার্জের ১১% এর ৮% ফাউন্ডেশনের জনবলের বেতনভাতা ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা এবং ৩% প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা করার লক্ষ্যে "রূপকল্প-২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক ১টি প্রকল্প অক্টোবর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ৮৮২১৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণের জন্য ফাউন্ডেশনের ৩৮ তম 'পরিচালনা পর্ষদ' কর্তৃক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়নকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন' শীর্ষক ১টিসহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপি-তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

উপসংহারঃ

বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ৩টি প্রকল্প সহায়তার মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন দেশের মোট ১৭৩টি উপজেলায় দরিদ্র কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ সংগঠনের কার্যক্রম ইপ্সিত সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার .....

জনাব মুহম্মদ মউদুদ উর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ
নিবন্ধকও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

জনাব মোঃ আতাহার আলী
অতিরিক্ত সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মিল্ক ভিটা, ঢাকা

ড. এম. মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা

জনাব শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

জনাব আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

জনাব শামীম রেজা
মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

জনাব আবদুল মতিন
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ্
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জনাব মদনমোহনসাহা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন